রাজপুত পতন।

নাটক।

"কেটো" সাহায্যে বিরচিত।

শ্রীকালিনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর মনোবিন্দু যন্ত্র।

খৃঃ ১৮৭৮।

মূল্য ॥০ আট আনা।

রাজপুত পতন।

(নাটক)

"কেটো" সাহায্যে বিরচিত।

বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে।

শ্রীকালিনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

খৃঃ ১৮৭৮

মূল্য ।।০ আট আনা।

বেহাগ।

রাত্রি পোহাইল।

জাগ ওহে বীরগণ, দুঃখের রজনী প্রভাতা হইল।

সুমন্দ হিল্লোলে বহিছে পবন, সুগন্ধে পূরিছে ভুবন গগন,

সুকণ্ঠে গাইছে বিহঙ্গম গণ, ভাস্কর করে জগত হাঁসিল।

আঁধারে লুকাল দুঃখের স্বপন, সুখ সূর্য্য বুঝি বিতরে কিরণ,

জাগ হয়ে সবে আনন্দিত মন, আজ বিধি প্রসন্ন;

শোকেতে অধীরা ভারত জননী, দিবানিশি কাঁদে যবন অধীনী

হাহাকার করে হয়ে পাগলিনী, অদৃষ্টের দোষে সব ঘুচাইল।

দেবতা বাঞ্ছিত ভারত ভুবন, ধরাতলে সম নন্দন কানন,

সুরগণ যাতে করিত ভ্রমণ, আজগো ভারত শ্মশান;

জননী উদ্ধারে হও একমন, বীর দর্পে ছেঁড় দাসত্ব বন্ধন,

হুহুঙ্কারে কাঁপাও ভারত ভুবন, নতুবা ভারত নিধন হইল।

অজিত সিংহ,	রাজপুত সভাপতি
বিজয় সিংহ,	ঐ সভ্য
অমর সিংহ,	ঐ সভ্য
নরেন্দ্র সিংহ,	অজিত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র
সুরেন্দ্র সিংহ,	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
জয় সিংহ,	মগধ সৈন্যাধ্যক্ষ
সতীশচন্দ্র,	ঐ যুবরাজ
তেজ সিংহ, বীর সিংহ	রাজপুত সর্দ্দারদ্বয়
মহম্মদরেজাখাঁ,	আরঙ্গজিবের দূত

সুরঙ্গিনী,	অজিত সিংহের কন্যা
ইন্দিরা,	অমর সিংহের কন্যা

সর্দ্দার, সৈন্য, প্রহরী, কতকগুলি রাজপুত পুরুষ, ও স্ত্রী

রাজপুত পতন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর দুর্গের দ্বারে নরেন্দ্র সিংহ, ও সুরেন্দ্র সিংহ।

নরেন্দ্র। কি ভয়ানক স্বপ্ন! অমঙ্গল ঘটনা, ভীষণ মূর্ত্তি-এভিন্ন স্বপ্নেতে আর কিছুই দেখ্‌লেম না! নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, — কাল রাত্রিও প্রভাত হয়েছে, কিন্তু স্বপ্ন যেন এখন ও ভঙ্গ হয়নি! এস্বপ্ন সত্য হলে আর নিস্তার নাই, — এস্বপ্ন সফল হলে রাজপুতানার অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ! ভারতের আশাও নির্ম্মূল হবে। দুঃখের সময় নিদ্রাতেও কি সুখ নাই? কেন অল্পাক্ষণের জন্যে নিদ্রা গেলেম? এই নিদ্রাই আমার মহানিদ্রা হলনা কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস) পিতার মৃত্যুই এই কাল সমরের পাপ সংখ্যা পূর্ণ কর্‌বে; রক্তের দৃশ্যও তিরোহিত হবে। দুরাত্মা, পাপ যবন, সমস্ত হিন্দুস্থানই আত্মসাৎ করেছে। ভারতবাসী তার সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রে নির্ব্বংশ হচ্ছে, সমৃদ্ধিশালী নগর পল্লি উচ্ছন্ন হয়ে নিবিড় অরণ্য হচ্ছে, শ্যামল শস্য পূর্ণ ভারতের চির-উর্ব্বর-ক্ষেত্র প্রচণ্ড মরুভূমি হচ্ছে, নরাধম পিশাচ আনন্দে তাই দেখ্‌চে! আর কতকাল এরূপ উপদ্রব কর্‌বে? ভারতভূমি বীরশূন্য হয়েছে, কে আর দুরাত্মার বিপক্ষে অস্ত্র ধর্‌বে? আর কি করেই বা তার পাপবৃত্তি পরিতৃপ্ত হবে? হা,

বিধাতঃ! উচ্চাভিলাষ, দুরাকাঙ্ক্ষা আপনার রমণীয় সৃষ্টির কি ভয়ানক দুর্গতি কর্ত্তে পারে!

সুরেন্দ্র। দাদা! আপনার উদাসীনের চিত্ত। বিদ্রোহ, শঠতা, নরহত্যা, পাষণ্ডযবন, সকলই যেন আপনি উদাসীনের দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু ভাই! নিষ্ঠুর যবনের কার্য্য যখন চিন্তা করি, অন্তঃকরণ দগ্ধ হতে থাকে, যন্ত্রণায় উন্মত্ত হয়ে উঠি। পাপনাম মনে পড়্‌লেই, চিতোরের ভীষণ দৃশ্য, যেন আমার সমক্ষে বিকট ঠাটে নাচ্‌তে থাকে। ভারত রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র প্লাবিত-অসংখ্য মৃত দেহ তার উপর ভাস্‌ছে—নিষ্ঠুর রাক্ষস সেই রক্তক্ষেত্রে, অশ্বারোহণে সদর্পে বেড়াচ্ছে! অশ্বপাদুকা ভারতের বীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে! (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) দাদা! কোন্ ব্রহ্মশাপে পাপাত্মার সর্ব্বনাশ হতে পারে? বজ্র! তুমি সর্ব্বদর্পসংহারী। বৃক্ষ উন্নত হয়ে গগনস্পর্শ কর্ত্তে যায়, তুমি অচিরে তার মস্তক চূর্ণ কর, কিন্তু বৃক্ষ ত উপকার ভিন্ন কারও অপকার করে না; এই পিশাচ যে, ভারতভূমি ধ্বংস কর্‌লে; এর কাল দর্প চূর্ণ কর্ব্বার কি তোমার ক্ষমতা নাই? ওঃ! ভারতবর্ষ উচ্ছিন্ন গেলে যবন মহত্ত্ব লাভ কর্‌বে?

নরেন্দ্র। কি! মহত্ত্ব! প্রাণসংহার, স্বাধীনতা হরণ, দেশ লুণ্ঠন, সকলই আবার অকারণে! এ সমস্ত পাপ কার্য্যে যে মহত্ত্ব, সে ত পাপী, নারকীর মহত্ত্ব। এ মহত্ত্ব দেখে কখন ত আমার ঈর্ষা হয় না, বরং

স্মরণমাত্রে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দেখ, পিতার মহত্ত্ব দেখ। পিতার মহত্ত্বের পবিত্র জ্যোতি এখনও সমস্ত রাজপুতানায় প্রদীপ্ত রয়েছে। যতই দুর্ঘটনা ঘট্‌ছে, বিপদ দিন্ দিন্ যতই বাড়্‌ছে, অদৃষ্টের কাল মেঘ সমস্ত আশা ভরসাকে যতই গাঢ় ঢাক্‌ছে, ততই সেই পবিত্র জ্যোতি খরতর প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। এক একটী বিপদ, এক একটী সূর্য্য হয়ে তাঁর মহত্ত্বের কিরণ দিচ্ছে। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। সম্পূর্ণ দুরদৃষ্ট হয়ে, জাতিমানধর্ম্ম, রাজপুতানার জন্যে যুদ্ধ কর্‌ছেন। তাঁর যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ। তাঁর অস্ত্র আজও পর্য্যন্ত পাপীর মস্তক ভিন্ন অন্য কোথাও পড়েনি। বিদ্রোহ, শঠতা, স্বাধীনতা হরণ, এরাই তাঁর পবিত্র অস্ত্রকে সতত আহ্বান কর্‌ছে।

সুরেন্দ্র। কি বল্‌ছেন! পিতার মহত্ত্ব কে না জানে? কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ, অধঃপতিত, পাপ সংসারে, অজিত-সিংহ কি কর্ব্বেন? আর্য্য সন্তান, আজ যবন পূজায় প্রবৃত্ত। যবন পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কচ্ছে। উদয়পুর ত এখন কারাগার। পিতা এই কারাগারে বন্দি থেকে, কি করে রাজপুত গৌরব রক্ষা কর্ব্বেন? রাজপুতানা বীরশূন্য হয়েছে, কয়েকজন হীনবীর্য্য ভগ্নোৎসাহ সৈন; সে কি করে অসংখ্য যবন সেনার সম্মুখীন হবেন? উঃ! পিতার সাহস সম্বন্ধে ভাব্‌তে গেলে আমারত জ্ঞান থাকে না। আমি ক্ষীণ মতি,

জানি না কোন দিন তাঁর দুর্দ্দশা দেখে রাজপুত কুলে কালি দিয়া বসব।

নরেন্দ্র। পিতার কথা যেন মনে থাকে। তিনি সদা সর্ব্বদা আমাদিগকে কি উপদেশ দিতেন ? স্বর্গের পথ অন্ধকার, দুর্গম; কোথাও সরল নয়, সকল স্থানই বন্ধুর, মোহে আচ্ছন্ন। মনুষ্য পূর্ণোৎসাহে সেই জটিল পথ অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, অত্যন্ত দুঃসাধ্য দেখে, হতাশ হয়ে পরিত্যাগ করে। স্বাধীনতারক্ষা, স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা, স্বর্গীয় পথ অনুসরণ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, স্বর্গ লাভ হবে!

সুরেন্দ্র। আমি সে সবই বুঝি; কিন্তু দিন দিন আমার প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে পড়ছে। এই অসি, বৈর-নির্য্যাতন মানসে, যাকে এতদিন দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছি, আজ প্রতিক্ষণে কম্পিত হয়, স্খলিতমুষ্টি হয়ে ভূতলে পড়ে—একি কম্ আক্ষেপের বিষয়! আমি মাতৃভূমি রক্ষায় শিথিল প্রতিজ্ঞ, আমি কুলাঙ্গার। রাজপুতকুল নিশ্চয়ই আমা হতে কলঙ্কিত হবে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) নিরাশ প্রণয় মহানর্থের মূল। ইন্দিরা! তোমার অকৃত্রিম প্রণয়, চন্দনতরু; কিন্তু অদৃষ্ট দোষে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ সমান হয়েছে। (প্রকাশ্যে)

তোমার চিত্ত বাস্তবিকই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। পিতৃ উপদেশ স্মরণ কর। প্রণয় এখন আমাদের শত্রু। প্রণয়ের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হলে কর্ত্তব্য কার্য্য নষ্ট হবে। সাবধান, প্রণয় যেন তোমার মনে স্থান না পায়। অজিত সিংহের পুত্র হয়ে প্রণয়ের দাস হওয়াত উচিত হয় না।

সুরেন্দ্র। [করযোড়ে] অপরাধ ক্ষমা কর্ব্বেন্। আপনার উপদেশ আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ কর্ল্লে না। কোথায় যন্ত্রণার শান্তি হবে, না দ্বিগুণ বৃদ্ধি হল। দুর্ভেদ্য শত্রুব্যূহে প্রবেশ কর্ত্তে বলুন, কালের করাল গ্রাসে পতিত হতে বলুন, আপনি দেখ্‌বেন্, সুরেন্দ্র সিংহ পিতৃ উপদেশ পালনে, অথবা জাতীয় গৌরব রক্ষণে কখনও পরাঙ্মুখ নয়। (স্বগতঃ) কিন্তু প্রণয়; প্রণয় কি নীরস যুক্তি দ্বারা দূরিত হবে? উচ্চাভিলাষ গৌরব তৃষ্ণায় কি প্রণয় ভুল্‌ব? না, তা হতেই পারে না। প্রণয় দ্বিতীয় জীবন। আত্মাতেই জন্মে, শিরা উষ্ণ রাখে, নাড়ীতে আঘাত করে। (প্রকাশ্যে) প্রতীজ্ঞা,—দৃঢ় প্রতীজ্ঞা যে ভঙ্গ হয়।

নরেন্দ্র [স্বগতঃ] ছি ছি! এতদূর উন্মত্ত! (প্রকাশ্যে) সতিশ্চন্দ্রের প্রকৃতি একবার ভেবে দেখ। স্বদেশ পরিত্যাগ করে, জাতীয় অভিমান ভুলে, কত কষ্ট সহ্য করে পিতার প্রকৃতি অনুকরণ করছেন। পিতার ন্যায় যশস্বী হবেন, এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তিনি আমাদের ভগ্নিকে ভাল বাসেন,—সুরঙ্গিনীকে

প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন। সেই ঈষৎ-লজ্জিতভাব, সেই বিনয়শিষ্টাচার, সকলই তাঁর অন্তরের গূঢ় ভাব প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু তথাপি তাঁর মনের আগুণ মনে মনেই জ্বলে। যখন একান্ত অনিবার্য্য হয়ে উঠে, সম্মান, যশোলিপ্সা এসে সে আগুণ নির্ব্বাণ করে। হায়! একজন মাগধ, সতিশচন্দ্রের পুত্র পৌত্র, মহাত্মা অজিত সিংহের পুত্রকে নিন্দা কর্‌বে? রাজপুত চরিত্রে এক মহৎ গুণের অভাব ছিল, এই কি শেষে সংসারে প্রচারিত হবে?

সুরেন্দ্র। আরনা। আপনার এক একটি বাক্য, এক একটি বিষাক্ত শর হয়ে, আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে। আমি সাহস করে, সদর্পে বল্‌তে পারি, আজও পর্য্যন্ত সতিশচন্দ্র অথবা নরেন্দ্র সিংহ, কোন গুণেই আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারেন্‌নি; পার্ব্বেন্‌ কি না সন্দেহ।

নরেন্দ্র। আমিত তোমার প্রকৃতি জানি। অপমানের কেবল এক বিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তোমার প্রশস্ত চিত্তে পড়ুক, একেবারেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌বে; অগ্নিশিখা কালাগ্নির ন্যায় ছুট্‌বে।

সুরেন্দ্র। কিন্তু ভ্রাতার দুঃখে ভ্রাতারই দুঃখিত হওয়া উচিত!

নরেন্দ্র। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জানেন আমি তোমার দুঃখে কত দুঃখী। এই দেখ, তোমার সাতে কথা কতে কতেই অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভেসেগেছে। দেখ সুরেন্দ্র, এই হৃদয় কপাট খুলে দেখাবার যদি ক্ষমতা থাক্‌ত, তা

হলে তুমি দেখ্‌তে তোমার জন্যে এ হতভাগ্যের অন্তরে কি হচ্চে!

সুরেন্দ্র। তবে কেন আমাকে ভর্ৎসনা করেন্? দয়া, মমতা, সান্ত্বনা বাক্য কোথায়?

নরেন্দ্র। সুরেন্দ্র! তোমার মনঃপীড়া আরাম কর্ব্বার, তোমার যন্ত্রণায় সমভোগী হবার, যদি উপায় জান্তেম্, শপথ করে বল্‌ছি, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি সুরেন্দ্র, এই দণ্ডেই তোমার জন্যে প্রাণ দিতেম।

সুরেন্দ্র। আপনি ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি বন্ধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি চঞ্চল চিত্ত, অব্যবস্থিত চিত্ত; প্রবৃত্তির উপর কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই। প্রবৃত্তিগণ নিয়তই ছায়া পুত্তলিকার ন্যায় আমায় নাচাতে থাকে। অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি, ক্ষমা কর্ব্বেন। কিন্তু ও কে? বিজয় সিংহ আস্‌চেন যে। তবে আমি এখন চল্লেম্। (প্রস্থান)

বিজয় সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। (স্বগতঃ) চক্রান্তের সূত্রপাত হ'লেই শেষ করা কর্ত্তব্য। দীর্ঘসূত্রতা সকল কার্য্যেরই প্রতিবন্ধক; বিশেষতঃ এ সব কাজের সময় সিংহ হয়ে পথ রোধ করে। ও আবার কে? নরেন্দ্র সিংহ যে! ও এখানে কি করে? নিস্তেজ গাধাটাকে দেখ্‌লেই গা জ্বলে উঠে। চক্ষোখ্ পেড়ে দেখ্‌তে পারিনে। আমার এমনি দুরদৃষ্ট, যাকে দেখ্‌তে পারিনে, তার

সাতেই বারে বারে দেখা হয়। ছোঁড়ার সাতে কথা কতে বড়ই ভয় হয়। যাহক এবারেই ওর সাতে শেষ কথা। [প্রকাশ্যে] নমস্কার নরেন্দ্র। এস একবার আলিঙ্গন করি। এখনও আমরা স্বাধীন আছি, এস তোমায় আমায় একবার আলিঙ্গন করি। কালও আমরা এরূপে আমাদের বন্ধুতা দেখাব। কাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে, যবন বধ করে, এরূপে ভ্রাতায়ঃ আলিঙ্গন কর্‌ব। (দীর্ঘ নিশ্বাস) অথবা এই সূর্য্য, এই প্রাতঃ সূর্য্যই বুঝি রাজপুতস্বাধীন-তার শেষ সূর্য্য !

নরেন্দ্র। গত রাত্রে রাজপুত সভার অধিবেশন হয়েছিল। পিতার এখনও সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যদি কোন প্রকারে স্বাধীনতা রক্ষা হয়। কিন্তু অসম্ভব। রাজপুতানার অদৃষ্ট নিশ্চয়ই যবনের হস্তে অর্পিত হয়েছে।

বিজয়। তুমি এত হতাশ হলে কেন? অজিত সিংহ বেঁচে থাক্‌তে কোন রূপ অনিষ্ট ঘট্‌বে না। রাজপুত মণ্ডলীত কখন তাঁকে পরিত্যাগ কর্‌বে না। তাঁর অধ্যবসায়, সাহস, বীরত্ব দেখে সমস্ত রাজপুতানা চমৎকৃত হয়ে আছে। যবন সম্রাট, সমস্ত ভারত ভূমিতে,-কুমারিকা হতে হিমালয় পর্য্যন্ত, জয় পতাকা উড়িয়েছেন, তথাচ নির্ভয়ে রাজত্ব কর্‌তে পার্চ্ছেন না। এরূপ একটি দ্বিতীয় লোক সংসারে জন্মেছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু, আমার মনে বড় একটা দুঃখ থাক্‌ল। তিনি আমাকে অযোগ্য পাত্র বিবেচনা

করেছেন। সুরঙ্গিনীকে আমার হতে——

নরেন্দ্র। কিমাশ্চর্য্য! আপনারও মুখে প্রণয়ের কথা! আপনিও যে প্রণয়ের ক্রীতদাস! বুঝ্লেম, রাজপুত পতন অতি নিকট। প্রণয়ই আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বে। প্রণয় বিষ হয়ে রাজপুত রক্তে মিশেছে।

বিজয়। ধন্য রাজপুতানা! তুমি যথার্থই বীরপুত্রধাত্রী। (নরেন্দ্রর প্রতি) ক্ষত্রিয় রক্ত যদি আজও পর্য্যন্ত কারও শরীরে থাকে, তবে সে অজিতসিংহের ও তোমার শরীরে। তোমার পিতার যশ তোমাকে উচ্চাসনে বসায়েছে, পৃথিবীর চক্ষু তোমার উপর অর্পিত হয়েছে, মহত্ত্বের নির্ম্মলজ্যোতি তোমার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়েছে, সাবধান, যেন পদচ্যুত হইও না।

নরেন্দ্র। সেকি! আপনি বলেন কি! এতবড় সুবিজ্ঞ মহৎ লোক হয়ে একটী সামান্য বালকের প্রশংসা কর্চ্ছেন! এত আপনার উচিত হয় না। পিতার যশ, মান, সকলই আপনাদের দ্বারা। আপনাদেরই পিতার ন্যায় যশস্বী হওয়া সম্ভব।

বিজয়। এসংসারে তোমার ন্যায় সরল প্রকৃতির লোক অতি অল্প আছে। যদি মনে কর, তোমার পিতাকে আমরাই যশস্বী করে তুলেছি, তাহলে তোমাকেও যে এক দিন সেরূপ করে তুলব, তাকি সম্ভব হয় না?

নরেন্দ্র। আপনাদের অনুগ্রহ থাক্‌লে কোন মতে অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় আমাপেক্ষা আমার

পাত্রের উপর অনুগ্রহ থাক্‌লে ভাল হয়। আমি এক্ষণে এক জন সামান্য সৈনিক, মহৎ হতে অনেক বিলম্ব। আর তত্তদূর আমার আশাও নাই। আপনি বলেছেন পদচ্যুত হইও না, অতিসৎ উপদেশ। আমি যে পদে আছি, যদিও সেটী সামান্য, তথাচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেই সামান্য পদ হতে মহৎ উপকার সাধিত হতে পারে।

বিজয়। গুণীর গুণ, গুণীই চেনে। আমার এরূপ একটী স্বভাব, অন্যেতে কোন অসাধারণ গুণ দেখ্‌লে, প্রশংসা না করে থাক্‌তে পারিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুমি একজন প্রসিদ্ধ লোক হয়ে উঠ্‌বে। যশোলিপ্সা সকলেরই অন্তরে প্রবল থাকা উচিত। যার তা নাই, তার উন্নতি নাই। আবার অনেকের যশলাভের ইচ্ছা আছে, কিন্তু পরিশ্রম করে না, কল্পনাতেই উন্নতির সুখ অনুভব করে। দুর্গের মধ্যে তরবারি হাতে করে বসে থাক্‌তে পার্‌লেই সৈন্যভাবে, আমি বীরের কার্য্য কর্‌ছি

নরেন্দ্র। শেষ কথাটী কি আমাকেই উল্লেখ করে বল্লেন্? তবে আপনি আমাকে এখানে থাক্‌তে বারণ করেন? আচ্ছা চল্লেম। এখনই আমি সৈন্যগণকে সজ্জিত কর্‌ব। যদিও রাজপুতানা বীরশূন্য হয়েছে তথাপি এখনও যে দুজন বেঁচে আছে তা'দিগকে উত্তেজিত

করে আজিই তা'দিগকে রণ সজ্জায় সজ্জিত কর্‌ব ?
রাজপুত রক্তত শীতল হবার নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজপুত বাদ্য সজোরে বাজাব, মনের উল্লাসে রাজপুত-পতাকা উড়াব। যদি পরাস্ত হই, হব; কিভয় ? স্বধর্ম্ম পালন কর্‌ব। পিতা পিতামহ যা করে আস্‌ছেন তাই কর্‌ব, আপনার অস্ত্রে আপনিই খুন হয়ে মর্‌ব। তবে নমস্কার। (প্রস্থান)

বিজয়। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। (স্বগতঃ) অধঃপাতে যা, সর্ব্বনাশ হক্। ছোঁড়ার কি আস্পর্দ্ধা! অভিমানে ফেটে পড়্‌ছে! ছোঁড়া মশা হয়ে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করে গা! আচ্ছা, আর বড় দেরি নাই, সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিজয়সিংহ চাণক্যের শিক্ষা বেঁধে বসেছে। যাহক, এবুড় জয় সিংটাকে এখনও দেখ্‌ছিনে কেন? এ ক্যরে কি? ভাল এক বেহারে গাধার পাল্লায় পড়েছি। এরূপ একটা ব্যাকুপ্ গাধাকে নে কি এসব কাজ কর্ম্ম চলে থাকে। যে কাজেই পাঠাই, একটা না একটা গোল বাঁধায়ে আসে। আবার না উস্কালে একটা কাজও হবার যো নাই। হাঁ, ভাল কথা। অজিতসিংহ প্রকারান্তরে আমার অপমান করেছেন। তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন না। তা ছাড়া, তাঁর দুর্দ্দশার এক শেষ হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও আশা ভরসা নির্ম্মূল হচ্ছে। তিনি আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কাঁটা দিয়াছেন। আর

বিলম্ব কর্ব্বনা। যত শীঘ্র পারি সম্রাটের সঙ্গে যোগ দেব। সম্রাট নিশ্চয়ই আমায় সম্মানের সহিত গ্রহণ কর্ব্বেন্। সম্রাটের অনুগ্রহে আমি রাজপুতানায় সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে বস্‌ব। নির্ভয়ে রাজত্ব কর্ব্ব, কোন পুরুষে যা কর্ত্তে পারেন্‌নি তা আমিই কর্ব্ব। সমস্ত রাজপুতানায় এক-ছত্র হব, এ কি কম্ অদৃষ্টের জোর। যাই, জয় সিংহ এল কি না দেখিগে। বুড় লোক্‌টা আল্‌সে বটে, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দুর্গস্থ উদ্যান প্রাসাদে বিজয় সিংহ আসীন, জয়সিংহের প্রবেশ।)

জয়। মশায়! এদিকে সবত ঠিক হল। মগধ সৈন্যত পাগল করে তুলেছি। বিদ্রোহ কর্ত্তে এখনই প্রস্তুত।

বিজয়। সত্য! উত্তম হয়েছে। কিন্তু এদিকে দেখ্‌ছত, আর সময় নেই, নিশ্বাস ফেলবারও সময় নাই; এখন এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা হবে না। সম্রাট বড় চতুর লোক। তিনি এতশীঘ্র এসে পড়্‌বেন যে, একেবারেই রাজপুতানা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়্‌বে। এই যে আমরা কথা কচ্ছি, এর মধ্যেই কতদূর এসে পড়েছেন; আর এর প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তিনি এক ২ দেশ জয় করে আস্‌ছেন। সম্রাটের যুদ্ধ যাত্রা বুঝি কখন দেখনি? সে ভয়ানক কাণ্ড! দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত,

অপার সমুদ্র, কিছুতেই তাঁর গতি রোধ কর্ত্তে পারে না। যুদ্ধ কর্ত্তে ২ তাঁর রক্ত গরম হয়ে গেছে রাজপুতানা কি ছিল কি হল। কোথায় বা ক্ষত্রিয় তেজ! কাল প্রাতে শুনবে, উদয়পুরের দ্বারে তাঁর রণ বাদ্য বাজ্‌ছে। উদয়পুরে বজ্রাঘাত হবে।

জয়। মিছে কথায় সময় নষ্ট কর্চ্ছেন কেন। যবনের বীরত্ব দেখ্‌তে ২ দাড়ি পেকে গেল। সেদিনকার যুদ্ধটার কথা মনে হলে, এখনও আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

বিজয়। সে যা হ'ক, সতীশচন্দ্রের সংবাদ কি? তাঁকে কিছু কর্ত্তে টর্ত্তে পার্লে?

জয়। সতীশচন্দ্র একেবারে গেছে। তার আশা ছাড়তে হচ্ছে। অজিত সিংহই তার মাথা খেয়েছে। কেন যে এমন হ'ল বল্‌তে পারি না। যা হ'ক আর একবার দেখা উচিত হচ্ছে।

বিজয়। সতীশচন্দ্রকে ছাড়া হবে না। কোন প্রকারেই তাঁকে হাত কর্ত্তে হবে। তাঁকে হাত কর্ত্তে পার্লেই সব ঠিক হল।

জয়। আজ না আপনাদের রাজপুত সভার অধিবেশন হয়েছিল? আপনি সাবধান থাক্‌বেন, অজিতসিংহ লোক্‌টা বড় সোজা নয়; দৃষ্টিটা সকল দিকেই ঘোরে।

বিজয়। আমার চাতুরিতে প্রবেশ কর্ব্বার সাধ্য কি। দেখ্‌ছ্‌ত, চক্রান্তটা কি করে ফেঁদেছি। রাজপুত ধর্ম্মঘট ভাঙ্গব, রাজপুতানা নিরস্ত্র কর্ব্ব, অজিতসিংহকে নির্ব্বংশ কর্ব্ব, তবে আমি ক্ষান্ত হব। সহজেত ছাড়্‌ব না।

জয়। পাপের সংসার, পাপেরই জয়। আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি। নইলে ক্ষত্রিয় হয়ে কখন কি এরূপ চক্রান্ত করে।

বিজয়। নেও, আর ধর্ম্মের ঢোল বাজাতে হবে না। এখন সতীশচন্দ্রের কাছে যাও। সম্রাটের কথানুযায়িক কাজ না কর্ত্তে পার্লে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। আজই সন্ধ্যার সময় সৈন্য সব প্রস্তুত করে রাখ্‌তে হবে। দেখেছ, এই মধ্যবর্ত্তী সময় কি ভয়ানক! এখন আমরা দুই দিকের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। এক দিকে দিল্লীর সম্রাট, অন্য দিকে অজিতসিংহ; এক দিকে অনন্তসুখ, অন্য দিকে অশেষ দুঃখ। এরূপ সময় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। তবে এখন উঠ, আমিও উঠি। নমস্কার। (প্রস্থান)

জয়। (স্বগত) কি করি? কি করে সেই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে বুঝাই? এত শীঘ্র যে এমন বেঁকে দাঁড়াবে তাত স্বপ্নেও ভাবিনি। কি কুলক্ষণেই যে উদয়পুরে পা দিছ্‌লেম। আশাত ফুরায় না। বুড় হয়ে মর্ত্তে যাচ্ছি, এখনও সুখের আশা,—সাংসারিক সুখের আশা এখনও বলবতী রয়েছে। আবার দেখ, এরূপ উচ্চ আশাত যৌবন কালেও ছিল না, সতীশচন্দ্র আস্‌ছে যে। এখন একবার ভণ্ডতপস্বীর ন্যায় জাল পেতে বসি। এইবার প'লত প'ল।

(সগাম্ভীর্য্যে উপবেশন)।

সতীশচন্দ্রের প্রবেশ।

সতীশ। মশায়! আপনাকে এখানে একাকী দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। কিন্তু আপনাকে বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? যেন কোন দুঃসহ দুঃখের চিন্তায় মুখ মলিন হয়ে গেছে। কি হয়েছে বলুন? আজ আমার প্রতি এরূপ সকোপ দৃষ্টি কর্চ্ছেন কেন?

জয়। মনের কথা ঢেকে রাখা আমার স্বভাব নয়। আমাকে আজও পর্য্যন্ত রাজপুত রোগে ধরেনি। রাজপুত কাপট্য শিখিবার আমার আবশ্যকও নাই। আমার অসভ্য দেশে জন্ম, অসভ্যের সঙ্গতিই ভাল লাগে।

সতীশ। ভারতভূমির গৌরবস্বরূপ, ভূমণ্ডলের সভ্যতার আদর্শস্বরূপ রাজপুতকুলের আপনি ওরূপ মিথ্যা অপবাদ দেন কেন? আপনি দেখ্‌ছেন না যে, সমস্ত হিন্দুস্থান, এই চিরপ্রসিদ্ধ, ভুবনবিখ্যাত রাজপুত-কুলের উপাসনা করেন। আপনার অসভ্য, বর্ব্বর মগধবাসীরা কি রাজপুতগণের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে?

জয়। কি আশ্চর্য্য! প্রশংসা যে আর মুখে ধর্চ্ছে না। পঞ্চমুখে যে বেদ গান হচ্ছে। কুমার! পাগল হয়েছেন না কি? কোন্ গুণে রাজপুতানা মগধ হতে শ্রেষ্ঠ? মগধে কি বীরত্ব নাই? মগধের সেনা কি কখন ধনুক ধরেনি? না তারা কখন যুদ্ধ করেনি? মগধের প্রাচীন ইতিহাস কি আপনি একবারেই ভুল্লেন? নন্দ-

নায় নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হয়। শূদ্রকুমার চন্দ্রগুপ্ত যে, এক সময়ে একছত্র হয়ে, সমস্ত ভারত ভূমিতে রাজত্ব করেছিলেন।

সতীশ। কার সাতে কিসের কথা। রাজপুতানা ও মগধে কোন প্রকারেই তুলনা হতে পারে না। এত প্রভেদ যে, আলোক, এবং অন্ধকার, স্বর্গ, এবং নরক। রাজপুতানার সকলই যেন অলৌকিক কীর্ত্তি। এখানে শত ২ নন্দবংশ শত ২ বার রাজত্ব করেছেন, শত ২ চাণক্য শত ২ বার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। এর বিশুদ্ধ রাজনীতি দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। ধনুক ধরা, আর যুদ্ধ করা, এর একটা সামান্য কাজ। যেজন্য মানবপ্রকৃতি, পশুপ্রকৃতি হতে ভিন্ন, যে জন্য মনুষ্য, এ সংসারে সমাজবদ্ধ হয়ে সুখে বাস কর্ত্তে পারে, সেই জ্ঞানজ্যোতিতে রাজপুতানা সর্ব্বত্র জ্যোতির্ম্ময়।

জয়। স্থির হউন, বৃদ্ধের কথায় রাগ কর্ব্বেন না। আপনি রাজপুতানার কোথায় জ্ঞানজ্যোতি দেখলেন? মনের ভাব গোপন রাখলে, একটা ভণ্ডামী বিদ্যা শিখলে কি জ্ঞান উপার্জ্জন হল? বিষকুম্ভ পয়োমুখ, একটা দুধেছেলে হতে, একটা আশী বৎসরে বুড়র মন এরূপ।

সতীশ। ঢের হয়েছে মশায়। অজিত সিংহ আপনার নিকট তুচ্ছ লোক না কি? তিনিও ভণ্ডতপস্বী? অজিত সিংহ একজন অদ্বিতীয় লোক, তিনি এই নশ্বর পাপ জগতে ঈশ্বর তুল্য। কি অসাধারণ

অধ্যবসায়! এক ভয়ানক সাহস! সমস্ত ভারত-ভূমি একদিকে হয়েছে, আর্য্যসন্তান সসম্ভ্রমে, মাথা নোয়ায়ে যবন পদধূলি লচ্ছেন, রাজপুতানা শ্মশান হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু অজিতসিংহ একাকী, উদয়পুরের একটী সামান্য প্রাসাদ মধ্যে থেকে, যবন অস্ত্রকে বিদ্রূপ কচ্ছেন! শোনা গেছে, দুর্দ্দান্ত যবন সম্রাট তাঁর ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, শয়ন নাই, উপবেশন নাই, দিবা রাত্র কেবল এক ধ্যানে নিমগ্ন, কেবল এক চিন্তায় উন্মত্ত। সেই ধ্যান, সেই চিন্তা, রাজপুতানার স্বাধীনতা রক্ষা।

জয়। পাগলামি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুমার! আপনি কি আপনার পিতাকে একেবারে ভুলে গেছেন? তাঁতে কি এরূপ অধ্যবসায়, এরূপ সাহস, এরূপ বীরত্ব ছিল না? এর অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ছিল। অজিত-সিংহ ত তাঁর কাছে একটা সামান্য লোক।

সতীশ। আপনি আমার পুরাণ শোক নূতন ক'রে তুল্লেন।

জয়। উপকার হবে।

সতীশ। কি উপকার?

জয়। মহৎ উপকার।

সতীশ। আপনি কি কর্ত্তে বলেন?

জয়। অজিতসিংহকে ত্যাগ কর্ত্তে।

সতীশ। কি সর্ব্বনাশ! একথা বল্‌তে একবার মুখে বাধ্‌ল না? এ জীবনে কখনই ত সেটি আমা হতে হবে না।

জয়। হাঁ হাঁ! বুঝেছি। এক নূতন সম্বন্ধ বেঁধেছে। অজিতসিংহ আপনার শ্বশুর হবেন। সুরঙ্গিনী আপনাকে ওষুধ খাওয়ায়েছে, তা আর ত্যাগ কর্ব্বেন কি করে।

সতীশ। আপনি চুপ করুন, পাগলের মত মিছে বক্‌বেন না। আপনি যা ইচ্ছা তাই বল্‌ছেন। আমি আপনাকে অতদূর স্বাধীনতা দিতে পারি না।

জয়। এতদিনে বুঝ্‌লেম, আমার কপাল পুড়েছে। কুমার! আপনার পিতা ত একদিনের তরেও আমাকে এরূপ কর্কশ কথা বলেন্‌নি। আপনি কি মনে করেন, আমি আপনার ক্রীতদাস? পিতার মৃত্যু শয্যা স্মরণ করুন। সেই অন্তিমকালে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, এই হাত ধরে, (উঃ বল্‌তে বুক ফেটে যাচ্ছে,) এই হাত ধরে কি বলেছিলেন? "জয়সিংহ, তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার সতীশচন্দ্রকে তোমার হাতে রেখে গেলাম। গুরুদেবের নামে শপথ করে বল, কখন তাকে ত্যাগ কর্ব্বে না?" কেবল এই অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞার জন্য, আমি আপনার নিকট এত অপমান সহ্য করে আছি।

সতীশ। মশায়! ক্ষমা করুন। আপনি সত্য বলেছেন। পিতার কথা আমার এখন স্মরণ হচ্ছে। বলুন, কি প্রকারে আমি পিতার নাম রাখ্‌তে পারি?

জয়। তাঁর উপদেশ অনুসারে চলুন।

সতীশ। আমার কথায়কি আপনি বিশ্বাসকর্ব্বেন? আপনি অতি কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করুন, রাগে অন্ধ হয়ে তিরস্কার করুন্, আপনি দেখ্‌বেন, সতীশচন্দ্র পিতৃ-উপদেশ গ্রহণকর্ত্তে, অচলপর্ব্বতবৎ স্থির হয়ে দাঁড়ায়ে রবে। বজ্রও এক পদ এদিক ওদিক নড়াতে পার্ব্বে না।

জয়। কুমার! আমিত আপনার ভাল কর্ত্তেই চাই।

সতীশ। কিসে আমার ভাল হবে?

জয়। সম্রাটের শরণাপন্ন হলে।

সতীশ। পিতা এই কাজ কর্ত্তে ঘৃণা কর্ত্তেন।

জয়। সেই জন্যেই মলেন।

সতীশ। মানের জন্য সহস্র বার মরা ভাল।

জয়। মানের জন্যে! বল প্রণয়ের জন্যে, সুরঙ্গিনীর জন্যে

সতীশ। আবার সেই কথা! ছিঃ! আপনার স্বভাব বড় খারাপ হয়েছে। যা হক, আপনি যা ইচ্ছা তাই বলুন, আমি আপনার কথায় দ্বিরুক্তি কর্ব্বনা।

জয়। আমার স্বভাব, না আপনার স্বভাব খারাপ হয়েছে। কেন কুমার! মগধকুমারী কি আপনার চক্ষে সুন্দরী নয়? সুরবাঞ্ছিত মগধে, কি এমন একটি সুরঙ্গিনী নাই?

সতীশ। (অবনত বদনে) মন কি রূপেই ভোলে? অন্যের মন ভুল্‌তে পারে, কিন্তু আমার মনত গুণেই ভুলেছে। মগধে অনেক রূপবতী থাক্‌তেপারে, কিন্তু এমন একটি গুণবতী নাই। (স্বগতঃ) ঐ যে আমার জীবন্ময়ী

প্রেমপুত্তলিকা আস্‌চেন। (প্রকাশ্যে) ক্ষমা কর্ব্বেন, আমি এখন চল্লেম। (প্রস্থান)

জয়। (সরোষে) কি! সকল চেষ্টাই বিফল হল! হায়! এতক্ষণ ধরে, এত কষ্টকরে, যাকিছু বুঝালেম সকলই বৃথা হল! মায়াবিনী, রাক্ষসী, সর্ব্বনাশীর এক কটাক্ষেই আমার সকল আশা নির্ম্মূল হল! সর্ব্বনাশ হক্! সতীশচন্দ্র! তুই অধঃপাতে যা। তোরা দুজনেই অধঃপাতে যা নরকেও যেন তোদের স্থান না হয়। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গস্থ উদ্যানে সতীশচন্দ্র, ও সুরঙ্গিনী; অন্তরালে ইন্দিরা।

সতীশ। প্রিয়ে! আজ যে এত দেরি হল? প্রিয়ে! তোমার ঐ মৃগনয়ন দুটির কোমল দৃষ্টিতে যখনই পড়ি, তখনই যেন নূতন জীবন পাই। আবার ঐ শরদমেঘের মধ্যস্থলে যে তারা দুটী ভাস্‌ছে, ওদের এম্‌নি চমৎকার আকর্ষণী শক্তি যে, নিমেষ মধ্যে মন প্রাণ চুরি করে। এই যে চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, রাজপুতসভা থরথরি কাঁপ্‌ছে, দিন দিন দুর্দ্দশার একশেষ হচ্ছে, কিন্তু প্রিয়ে! তোমার মুখচান্দ্রমা একবার দেখ্‌লেই, সকল ভয় দূর হয়; মন প্রাণ শীতল হয়।

সুরঙ্গিনী। কুমার! আপনার মুখে ত কোন দিন এমন কথা শুনিনি। রাজপুত্র, বীরপুরুষ হয়ে কি এক নীচ প্রকৃতি, হতভাগিনী, ডাকিনীর জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হবেন? অজিতসিংহের প্রিয়পাত্র হয়ে, নরাধম যবনের বৃত্তিভোগী হবেন? বুঝ্‌লেম কুমার! এই সর্ব্বনাশীই আপনার কাল হয়েছে। একবার দিন কয়েকের জন্য এ হতভাগিনীকে ভুলুন।

সতীশ। প্রিয়ে! তোমায় ভুল্‌তে অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কল্পনাই আমার কাল হয়েছে। কল্পনা তুলি দিয়া, হৃদয়পটে তোমার যে মনোমোহিনী চিত্র এঁকেছি, তাত কোন প্রকারেই লুপ্ত হবার নয়। চিত্র অঙ্কিত হবা মাত্র, জীবন্ত হয়ে উঠে। দিবা রাত্র অনন্যমন হয়ে, সেই চিত্রের সহিত কত কথাই বলি। মনে কত প্রকার চিন্তারই উদয় হয়। কখন আনন্দে হাঁসি, কখন বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় বুক ফেটে যায়। ভৃত্যেরা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাঁসে, অমাত্য বন্ধুগণ আমার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন। (স্বগতঃ) যাই হক, যে প্রকারে পারি ভুল্‌ব। অবশ্য ভুল্‌ব। কিকরে-ভুল্‌ব? চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই; আবার চেষ্টা কর্ব্ব, এইবার চেষ্টা কল্লেই ভুল্‌তে পার্ব্ব। কিন্তু কাকে ভুল্‌ব? সুরঙ্গিনীকে? প্রাণের সুরঙ্গিনীকে? তাই কি পারি! না; কখন না; প্রাণ থাক্‌তেত না। মর্ব্ব; কাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে মর্ব্ব, যবন অস্ত্রে মর্ব্ব, না হয় এই অস্ত্রে মর্ব্ব। (অসি মোচন।) ভাল; সুরঙ্গিনীর জন্যে

মর্ম্ম; প্রাণের সুরঙ্গিনীকে না ভুলেই মর্ম্ম; অনন্তকাল ভুল্‌ব না। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! তবে চল্লেম; এ জন্মের মত চল্লেম। অনেক অপরাধ করেছি, কিছু মনে কর না। (প্রস্থান)

সুরঙ্গিনী। পরমেশ! সতীশচন্দ্রের প্রতি যেন আপনার কৃপা দৃষ্টি থাকে।

ইন্দিরার প্রবেশ।

ইন্দিরা। সুরঙ্গিনী! তুমি ভাই বড় নির্দ্দয়। যিনি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁকে কি এত শক্ত কথা বল্‌তে হয়? সতীশচন্দ্রকে তুমি যেন একটি সামান্য লোকের মত দেখ। সতীশচন্দ্র যে মগধের যুবরাজ; তাঁকে উঁচু কথা বল্‌তে কি তোমার মন সঙ্কোচিত হয় না?

সুরঙ্গিনী। তুমি ভাই কিছু বোঝ না। সময় বুঝে সব কাজ কর্ত্তে হয়। আমাদের অদৃষ্টে যে কি ঘট্‌বে, তা কি একবার ভেবে দেখ?

ইন্দিরা। যাই বল ভাই, তুমি যে ভাবে তাঁর সাতে কথা কও, আমি একটি সামান্য লোকের সাতেও অমন করে ক'তে পারি না। বিধাতা কি আমাকেই এত কোমল মতি করে গড়েছিলেন?

সুরঙ্গিনী। ইন্দিরা! রাজপুতকন্যা, বীরকন্যা হয়ে ত এত কোমল মতি হওয়া উচিত হয় না। কেমন দুঃসময়টি পড়েছে, তাকি আজও জান্‌তে পারনি? সোনার রাজপুতানা যে ছাই হয়ে গেল। রাজপুতবিধবা অগ্নি

বস্ত্রের জন্যে যে, পাপীষ্ঠ যবনের দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। রাজপুতকুমারী দুরাত্মা যবনের হাতে যে স্বধর্ম্ম হারাবে।

ইন্দিরা। (নত মুখে) আমার মন সে সব ভাবে না কেন? আমি কেন ভবিষ্যতের জন্যে ভীত হইনে? পোড়া মন কেবল পরের জন্যেই কেঁদে কেঁদে মরে।

সুরঙ্গিনী। সে কি ইন্দিরা? কাঁদ! কার জন্যে কাঁদ? এরোগে আবার কবে ধল্লে? আমার বাতাস বুঝি গায় লেগেছে। কিন্তু আমার বাতাস যদি গায় লেগে থাকে, তা কাঁদ কেন? আমি ত কখন কাঁদি না।

ইন্দিরা। (দীর্ঘ নিঃ) কি জানি ভাই, তোমার কেমন মন, তোমাদের কেমন প্রণয়!

সুরঙ্গিনী। এর মধ্যে গাঢ় প্রণয়! রোগ যে পেকে দাঁড়িয়েছে।

প্রণয় বিষম ব্যাধি,
"হারে বৈদ্য দিতে বিধি॥

আচ্ছা মেয়ে তুমি যা হ'ক। তলে তলে যে এত করে বসেছ, তাত এক দিনের তরে নাম গন্ধও পাইনি। কিন্তু প্রণয়িনী! তোমার প্রণয়ী কে? সতীশচন্দ্র না ত? না হলেই বাঁচি।

ইন্দিরা। পোড়ার কপাল আর কি। সতীশচন্দ্র; আচ্ছা ভাই সুরঙ্গিনী! যে যাকে ভালবাসে, সহজে তার নামটি ধর্ত্তে মুখে বাধ বাধ ঠেকে না? কিন্তু সতীশ-চন্দ্র বল্‌তে ত তোমার মুখে বাধ্‌ল না; এক দিনও

বাধ্‌তে শুনিনি। আমি ত ভাই উটি কখনও পারি না। কত সময় কত চেষ্টা করে দেখেছি, কিছুতেই পারিনি।

সুরঙ্গিনী। তুমি যে ভাই এ কথায় ও কথায় আসল কথাটি ঢেকে ফেল্লে। কেই আমি যে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেম ?

ইন্দিরা। কি জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

সুরঙ্গিনী। কি চাতুরি! এর মধ্যেই ভুলে গেছ ? (চিবুক ধরে) বলি অয়ি চারুহাসিনী, মৃগনয়না, ইন্দু-নিভাননা বিদ্যাধরী! তোমার প্রণয়ী কে ?

ইন্দিরা। [চিবুক ধরে] বলি অয়ি পুরুষবিজয়িনী, কর্কশ-ভাষিণী, অসুরবিনাশিনী, তুরঙ্গবাহিনী উগ্রচণ্ডে! তোমার তা শুনে লাভ কি ?

সুরঙ্গিনী। লাভ নাই! তোমার দশহাজার থাকেত আমার বিশহাজার আছে। আমার গাতে বল্‌তে লজ্জা কি ?

ইন্দিরা। না ভাই, তা বল্‌তে পার্ব্ব না।

সুরঙ্গিনী। তোমায় বল্‌তেই হবে, আমি শুন্‌বই শুন্‌ব।

ইন্দিরা। ভাই রাগ কর না। আমার মনে বল্‌বার ইচ্ছা, কিন্তু কাল্‌ জি, কোন মতেই বল্‌তে দেবে না। আচ্ছা ভাই, আর এক সময় বলব।

সুরঙ্গিনী। তা হবে না, এখনই বল্‌তে হবে।

ইন্দিরা। আমার সে কথা কাকেও বল্‌বার নয়। আর তা শুনে সন্তুষ্ট হবে না। আমি যাঁকে ভালবাসি, তাঁর

চেয়ে আর একজন আমায় অধিক ভালবাসেন, কিন্তু আমি তাঁকে ভাল বাস্‌তে পারি না।

সুরঙ্গিনী। কি চমৎকার! লোকে একটি পায় না, তুমি দুটি জুটিয়েছ।

ইন্দিরা। দুটি হওয়ার চেয়ে একেবারে না হওয়াই ভাল।

সুরঙ্গিনী। সে যাহ'ক, এখন কার্ কার্ সাতে? এক কথায় কত সময় গেল, এখন ত কত কথা আছে।

ইন্দিরা। মুখেত কখনও বল্‌তে পার্ব্ব না।

সুরঙ্গিনী। তবে এইখানে লেখ। তুমি যাঁকে ভালবাস, তাঁর নাম প্রথমে লেখ।

ইন্দিরার ভূমিতে "নরে" লিখন।

সুরঙ্গিনী। ন,রে। নরেন্দ্র! দাদা? বটে! ভাল হয়েছে, সম্বন্ধটা ভাল করে বাঁধ্‌বে। তার পর?

ইন্দিরার ভূমিতে "সুরেন্দ্র" লিখন।

সুরঙ্গিনী। কি! সুরেন্দ্র! ছি ছি! একি হয়েছে? তাইতে সুরেন্দ্রকে সর্ব্বদায় দুঃখিত মত দেখি। (দীর্ঘ নিঃ) ভাই ইন্দিরা! তুমি নিরপরাধিনী; কিন্তু তোমার প্রণয় বিষ বৃক্ষ হয়েছে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এর অবধারিত ফল।

ইন্দিরা। (ক্রন্দন) হায়! আমার কপালে কি এই ছিল? আমার সুখের অঙ্কুরে কাল্‌কীট জন্মিল? আমি কলঙ্কিনী হয়ে, মহাত্মা অজিতসিংহের ঘর ভাঙ্গব? কি করে লোকের নিকট মুখ দেখাব? বাবা শুন্‌লেই বা কি বল্‌বেন? ভাই! এখন যদি কোন উপায়

থাকে, বল। এর জন্যে যদি আত্মঘাতী হতে হয়, তাও হব। কলঙ্কিনী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল।

সুরঙ্গিনী। ছিঃ! ওকথা মুখে আনতে হয় না। কে তোমায় কলঙ্কিনী বল্‌বে? চল, এখন এখান হতে যাই। সকল কাজেরই উপায় আছে। ভাব্‌লে অবশ্যই একটা না একটা উপায় বাহির হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপুত সভায় অমরসিংহ ও বিজয়সিংহ।

বিজয়। আজও পর্যন্ত উদয়পুরের এই সভায় আমরা স্বাধীন। মনে থাকে যেন, আমরা অজিতসিংহের বন্ধু। নরাধম, পাষণ্ড আরঙ্গজিব, আমাদের কি কর্ব্বে! প্রাণ থাক্‌তে ত সেই পাপীষ্ঠের হাতে আত্ম সমর্পণ কর্ব্ব না। "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পাতন।"

(রণ বাদ্য, ও কয়েকজন রক্ষকসহ অজিত সিংহের-প্রবেশ।)

রক্ষকগণ। জয়! ভারতের জয়! জয়! রাজপুতানার জয়! জয়! উদয়পুরের জয়!

বম্ বম্, বম্, হর হর,
বৈরি যবন নিপাত কর।

অজিত। ভ্রাতাগণ! সম্রাটের আগমন নিকটবর্ত্তী হয়েছে দেখে, আমরা পুনর্ব্বার এই সভায় সমবেত হয়েছি। কাল্ প্রাতে কি করা কর্ত্তব্য, তা এখনই স্থির করা যাক্। ভারতবর্ষের রাজাগণ ত সকলেই একে ২ সম্রাটের আশ্রয় লয়েছেন। অন্য কোন স্থান হতে যে কিছু সাহায্য পাব, এমন কোন আশা নাই। আমাদের রাজাগণও একপ্রকার নির্ভরসা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মহারাণা এখনও আমায় সাহসের সহিত কাজ কর্ত্তে বল্‌ছেন। অদৃষ্ট একেবারেই বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজয়সিংহ! কি করা যায়?

বিজয়। কি কর্ব্বেন তা এখনও ভাব্‌ছেন! যুদ্ধ,—সম্মুখযুদ্ধ; তদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। আপনি কি আজও পর্য্যন্ত রাজাদের উপর কোন আশা করেন? আর রাজারাই বা কে? জয়পুর, যোধপুরের রাজারা ত যবনদের কুটুম্ব। যখন দেশের লোক আমাদের উপর সব ভার দিয়াছে, রাজারাও সে দিন সভায় প্রকাশ্যে অনুমতি দিয়াছেন, তখন আর একথা ওকথার প্রয়োজন কি? যখন ভার ঘাড়ে করা গেছে, তখন যেরূপে হয় সমাধা কর্ত্তে হবে। কারও সাহায্য আবশ্যক করে না, কারও আশা রাখ্‌ব না। রাজপুত হয়ে পরমুখাপেক্ষা! ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধে ভীত! আজ্ রাত্রেই যবন ব্যূহ ভেদ করে, সম্রাট শিবিরে নির্ভয়ে রণ ডঙ্কা বাজাব। সৈন্যগণ! প্রস্তুত হও; আর বিলম্বের আবশ্যক করে না। আজ্ রাত্রেই রাজপুতানার অদৃষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ কর্ব্ব।

অজিত। একেবারে অত অধীর হইও না। সময় নিতান্ত মন্দ হয়ে পড়েছে। রাজপুতানার অদৃষ্ট, এখন আমাদের বুদ্ধির উপর। বিবেচনা না করে কার্য্য কল্লে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। অমরসিংহ! এখন আপনার মত কি?

অমর। আমার মত যদি জান্তে ইচ্ছা করেন, তা হলে এই দণ্ডেই কোন প্রকারে সন্ধি করা। রাজপুতানা যে নির্ব্বংশ হল! এখন যুদ্ধ কল্লে জয়ের আশা ত কিছু মাত্র নাই, বরং সমূলে নির্ম্মূল হতে হবে। আপনা আপনি খুনাখুনি হয়ে মরার চেয়ে, সন্ধি করা আমার মতে ভাল বোধ হচ্ছে। যদি বলেন, রাজপুতকুল কলঙ্কিত হবে, কিন্তু দেখুন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। রাজপুতানার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আমরা এই জন কয়েক লোক কত কষ্ট সহ্য করেছি, তা বিধাতাই জানেন। চন্দ্র সূর্য্য, স্বর্গ মর্ত্ত, তার সাক্ষ্য দেবে, সমস্ত ভারতবর্ষ তার সাক্ষ্য, সম্রাট আরঙ্গজিবও তার সাক্ষ্য দেবেন।

বিজয়। (অজিতের কাণে) এঁয়ার কথা শুনে ভাল বোধ হচ্ছে না। আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে।

অজিত। এ সময়ে নিতান্ত অধীর হওয়া, অথবা একে-বারে সমস্ত আশাভরসা ছেড়ে দেওয়া, উচিত হচ্ছে না। বিপদ আস্‌চে দেখে ভয়ে কাঁপা, কাপুরুষের কার্য্য। অথবা কি এমন হয়েছে যে, ভয়ে কাঁপ্‌ব? রাজপুত শরীরে ভয়! আজ

আপনার মুখ হতে বড় আশ্চর্য্য কথা শুন্‌লেম। এই অসির অগ্রে সমস্ত ভয় দূর কর্ব্ব। আজ রাত্রের এই কয় ঘণ্টা,—রাজপুত স্বাধীনতার এই কয় ঘণ্টা, আনন্দে অতিবাহিত করে, কাল প্রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে, জন্মের মত সকল ভয় দূর কর্ব্ব।

(এক জন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। নমস্কার মহাত্মাগণ! আমি দ্বার রক্ষা কর্‌ছিলেম, সম্রাটের শিবির হ'তে একজন দূত এসে সব্যস্তে বল্লেন, আমি দিল্লীশ্বর আরঙ্গজিবের দূত, অজিত-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ কর্ব্ব!

অজিত। দূতকে কি এখানে আস্তে বলা যাবে?

(অমর ও বিজয়ের সম্মতি দেওন, দূতের আহ্বান)

মহম্মদরেজাখাঁর প্রবেশ।

রেজা। (সদম্ভে) দিল্লীশ্বর, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, মহাত্মা আরঙ্গজিব, অজিতসিংহের শুভ সংবাদ জান্তে পাঠিয়েছেন।

অজিত। (সদুঃখে) আর কিছু দিন পূর্ব্বে,—সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে, অজিতসিংহের মৃতবন্ধুগণের,—রাজপুতানার কুলপ্রদীপগণের শুভ সংবাদ যদি জান্তে পাঠাতেন, অজিতসিংহ তাঁর নিকট চিরবাধিত হ'ত। কিন্তু রেজাখাঁ! রাজপুত সভার নিকট কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?

রেজা। না; আপনারই নিকট আমার প্রয়োজন। (অন্য ২ জনের প্রস্থান) আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়,

অনুপম বীরত্বে দিল্লীশ্বর চমৎকৃত হয়েছেন। যাতে আপনার প্রাণরক্ষা—

অজিত। (সরোষে) কি! প্রাণরক্ষা! রাজপুতানা এমন অমরাবতী উচ্ছিন্ন দে প্রাণরক্ষা! স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দে প্রাণ রক্ষা! এমন প্রাণ থাক্‌ল আর না থাক্‌ল! আপনি সম্রাটকে বল্‌বেন, অজিতসিংহ রাজপুতানার অদৃষ্টে প্রাণ সমর্পণ করেছে। আরও বল্‌বেন, অজিতসিংহ আপনার প্রাণকে তৃণবৎ জ্ঞান করে। প্রাণ হারাতে তার কিছুমাত্র ভয় হয় না। শত সহস্র রাজপুত এত দিন ধরে, যেরূপে প্রাণ হারায়েছে, অজিতসিংহও আজ সেইরূপে প্রাণ হারাবে।

রেজা। আপনি ওরূপ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা কর্ব্বেন্ না।

অজিত। কর্ব্বেন্ না! বলুন লঙ্ঘন কর্ব্বেন্ না। আজ দশ বৎসর এরূপ প্রতিজ্ঞা করে আছি।

রেজা। এখনও আপনার উন্নতির আশা আছে।

অজিত। উন্নতির আশা! উন্নতির আশা যদি এখনও থাকে, অজিতসিংহের এই অসির উপর আছে। আর সেই নরাধম, পাপীষ্ঠ যবনের মস্তকের উপর আছে।

রেজা। সাবধান হয়ে কথা কবেন; আমি সম্রাটের দূত।

অজিত। [বিদ্রূপ হাস্যে] ভয় কর্ত্তে হবে নাকি? অজিত সিংহের আত্মা কিছুতেই ভয় পায় না। অধমকে অধম বল্‌ব, তাতে আবার ভয়!

রেজা। আপনি রাজপুতানার আশা নির্ম্মূল কর্চ্ছেন।

অজিত। (দুঃখ ও ক্রোধে) রাজপুতানার আশা! রাজপুতানার আবার আশা কি? রাজপুতানার আশাত পাপ সম্রাটই নির্ম্মুল করেছে! রাজপুতানা প্রচণ্ড মরুভূমি হয়েছে। রাজপুত কৃষক অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ কর্চ্ছে। রাজপুত প্রাসাদ শৃগাল বানরের বাসস্থান হয়েছে। রাজপুত মাতা সন্তান শোকে অধীরা হয়েছেন। রাজপুত অবলা বৈধব্য যন্ত্রণায় উন্মাদিনী হয়ে আত্মহত্যা কর্চ্ছে। আর আমরা কয়েকজন মহাপাতকী, সেই হৃদয়বিদারক ভয়ানক দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যে এখনও জীবিত রয়েছি। ওঃ! এওকি কখনও সহ্য হয়! আপনি এখনই সম্রাটের নিকটগিয়া বলুন, কাল প্রাতেই যেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকেন; অজিতসিংহ তাঁর জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। কাল প্রাতে সূর্য্যোদয় হতে না হতেই, রাজপুতানার অদৃষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ কর্ব্ব।

রেজা। আপনি বড় ভাল কর্লেন্ না। আপনার সব কথাই আমাকে সম্রাটের নিকট বল্‌তে হবে।

অজিত। অজিতসিংহ আপনার নিকট চিরবাধিত থাক্‌বে। আপনি আমার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ, এরূপ ভাবে, যে ভাবে আমি বলেছি, অবিকল সেই ভাবে বল্‌বেন। নতুবা বলুন, আপনি যদি না পারেন, আমিই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। দিল্লীর প্রাসাদে,— রাক্ষস পুরিতে, সেই পাপীষ্ঠ নারকীর সম্মুখে দাঁড়ায়ে সমস্ত যবন সেনার সম্মুখে দাঁড়ায়ে, এইরূপ সদর্পে

এইরূপ রাজপুত্র দর্পে, নির্ভয়ে সব কথা বল্‌ব।
আরও কিছু বেশী করে বল্‌ব।

রেজা। (নত মুখে) বিপদ সময়ে বুদ্ধি বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। (প্রকাশ্যে) মশায়! এরূপ সময় উপস্থিত হয়েছে যে, আপনি আপনার স্বজাতি দ্বারা সমূলে নির্ম্মূল হবেন। অতএব যদি বাঁচবার সাধ থাকে, অপমানের ভয় থাকে, এখনই সম্রাটের শরণাপন্ন হ'নগে, নতুবা অরণ্যে——

অজিত। (সরোষে) কি! এত বড় কথা! আমার সম্মুখে এত বড় কথা! সম্রাটের শরণাপন্ন! রাজপুত হয়ে যবনের শরণাপন্ন! নীচাশয় কপটী! তুই কি আজও পর্য্যন্ত রাজপুত তরবারি চিনিস্‌নি? তোর পিতা পিতামহ, কি কখনও রাজপুত নির্ঘাত অস্ত্রে যমালয় দেখেনি? উঃ! কি বল্‌ব, আজ তুই যদি দূত না হতিস্‌, এই অসিতে তোর কাল জি খণ্ড খণ্ড কর্ত্তেম।

রেজা। (সরোষে) কি! এত অপমান! আমিও যদি আজ্‌ দূত না হয়ে এখানে আস্তেম, নিশ্চয়ই এর সমুচিত প্রতিশোধ তুল্‌তেম। আমার জীবনে কখনও এরূপ অপমানিত হইনি।

(বেগে প্রস্থান)

অজিত। আরও কত হবে। যত দিন এক জন রাজপুত জীবিত থাক্‌বে, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু জীবিত

থাক্‌বে, ততদিন তোর মত কৃতঘ্ন, কাপুরুষ যবনদের এইরূপেই অপমানিত হতে হবে।

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজপুতসভা।

অমরসিংহ, বিজয়সিংহ, অজিতসিংহ, কয়েকজন প্রহরী।

বিজয়। মশায়! আপনিই মহাত্মা পদের প্রকৃত বাচ্য। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশ, আপনার মাহাত্ম্য আদর্শ কর্ব্বে। ভবিষ্যৎ কবি, আপনার অতুলগুণ কীর্ত্তন কর্ব্বে। আপনার এক একটী শব্দ এক একটি ভীষণনিনাদী বজ্র। আরঙ্গজিব শোন্‌বা মাত্রই থর-থরি কেঁপে উঠ্‌বেন।

অজিত। আত্মপ্রশংসা শুনে, কখনও আমার মন সন্তুষ্ট হয় না। যদি আমায় সন্তুষ্ট কর্ব্বার ইচ্ছা থাকে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। যাতে জাতীয় গৌরব রক্ষা হয়, রাজপুত কুল কলঙ্কিত না হয়, তার জন্য প্রস্তুত হন। সময় থাক্‌তে কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা কর্লে, অনন্তকাল অনুতাপে দগ্ধ হতে হবে। রাজপুতানার যে কয়জন এখনও বেঁচে আছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে পরকালে দায়ী হতে হবে।

অমর। যদি পরকালের ভয় থাকে, এখনই তার উপায় অবলম্বন করুন।

বিজয়। আপনি যে উপায় ভেবেছেন, অজিতসিংহের জীবন থাক্‌তে ত তা নিতে পার্ব্বেন না।

অজিত। অমরসিংহ! এখনও সময় আছে, সৈন্য আছে, আশা আছে, কিন্তু অপনার এত ভয় হল কিসে? রাজপুতানায় ত এত দিন ভয় ছিল না। ভয় দূর করুন, নতুবা শীঘ্র অনিষ্টের সম্ভব।

বিজয়। সন্ধি ত কখনও করা হবে না। আপনি যে প্রাণের ভয়ে গেলেন! প্রাণ কি? আহার নিদ্রা, আর দু' ঘণ্টা ফুলবাগানে না বেড়ালে, প্রাণ ত থাক্‌লেন না। এই প্রাণের জন্যেই আবার এত ভয়! কিন্তু যদি স্বাধীনতাই গেল, প্রাণ থাক্‌বেন কি করে? ঘি ময়দাই বা মিল্‌বে কোথায়, এমন তুলার গদিই বা মিল্‌বে কোথায়, আর বস্রার ফুল বাগানই বা মিল্‌বে কোথায়? (নতমুখে) অমর-সিংহ বুঝি তার যোগাড় করে রেখেছেন।

অমর। আমি ত চিরকালই আপনাদের রহস্যের পাত্র। ভাল কথা বলি, এইজন্যেই ভীরু, নিস্তেজ, কাপুরুষ। আপনাদের যা ইচ্ছা হয় তাই করুন, আমার কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ কর্ব্বার আবশ্যক করে না। রাজপুতানা নির্ব্বংশ হয়েছে, আমরা জন কয়েক বেঁচে থেকে আর কি কর্ব্ব। কিন্তু আপনারা জান্‌বেন, অমরসিংহ প্রাণ থাক্‌তে এই সভার বিপক্ষতাচরণ কর্ব্বে না।

অজিত। ভাই অমরসিংহ! এ রাগের কথা নয়। আমরা সকলেই সহোদর ভ্রাতা, রাজপুতানা আমাদের সাধারণ জননী, জননীর অনুরোধে একবার ভ্রাতার

অনুরোধ রক্ষা করুন। বিজয়সিংহ! অদৃষ্ট মন্দ হলে কার মনের ভাব কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব আসুন, আজ আমরা এক প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হই। আপনারা ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করে, এই বলুন, (শপথ গ্রহণ) গুরুদেব! আজ আপনার নামে শপথ করে বল্‌ছি, যে কার্য্য রাজপুত স্বাধীনতা রক্ষার বিরুদ্ধ, তা কখনই কর্ব্ব না। (বিজয়সিংহ, ও অমরসিংহের শপথ গ্রহণ)

অজিত। তবে এখন হ'তে আমরা স্নেহ, বিশ্বাস, ভয়, এই তিন বন্ধনীতে দৃঢ়বদ্ধ হলেম। সাবধান, কোনমতে যেন এর একটীও শিথিল হয় না। (জনৈক প্রহরীর প্রতি) সতীশচন্দ্র, নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, জয়সিংহ, তেজসিংহ, ও বীরসিংহকে একবার সভার নাম করে ডেকে আন।

(প্রহরীর প্রস্থান)

(সকলের আগমন)

আজ আমরা ইষ্টদেবের নামে শপথ করে, এক প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হয়েছি। আমাদের ইচ্ছা, তোমরাও সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর। (প্রতিজ্ঞা বলা, ও একে ২. সকলের গ্রহণ।) বিজয়সিংহের মত সম্মুখযুদ্ধ; এবং তাহাই স্থির থাক্‌ল। অতি সতর্ক হয়ে স্ব স্ব স্থান রক্ষা কর। (বাদ্যের সহিত সভা ভঙ্গ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরে বিজয়সিংহ আসীন, জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। নমস্কার! রাজপুতানার ভবিষ্যৎ মহারাজ!

বিজয়। আরে বুড় চুপ কর। আগে থাক্‌তে ঢাক বাজিও না।

জয়। এখন সভার খবর কি?

বিজয়। খবর নূতন কিছুই নাই, কেবল একটা শপথ নেওয়া হল। শপথ ত আমার জির আগায় থাক্‌ল, একটা শব্দও মনের মধ্যে গেল না।

জয়। কিন্তু অজিতসিংহের মনের ভাব কেমন?

বিজয়। হিমালয়পর্ব্বত দেখেছ? বল দেখি, বজ্র কি হিমালয় নড়াতে পারে?

জয়। এমন! তবেত মাছে টোপ গিলেছে। আপনই মহারাজ, আমিই মন্ত্রী।

বিজয়। আরে ছিপ ফেলেছে কে?

জয়। তাও বলবেন, টোপ গেঁথেছে কে?

বিজয়। পাজি অমরসিংহ বেটা গোল পাকিয়েছিল; কিন্তু বিজয়সিংহ অম্‌নি সোজা করে নিলেন।

জয়। (সব্যগ্রে) অমরসিংহ কি বলে?

বিজয়। সন্ধি কর।

জয়। সর্ব্বনাশ! তার পর?

বিজয়। তার পর আর কি; বিজয়সিংহ পাপাত্মা হয়ে অজিতসিংহের কাণে গুরুমন্ত্র পড়্‌লেন, অমনি যে সেই হল। শপথটি নেওয়া হইনি, তাও হল। কিন্তু সতীশ্চন্দ্রের সংবাদ কি?

জয়। আর সংবাদ কি! অজিতসিংহ, আর তার সেই

গেছনি মেয়েটা, তাকে ভেড়া করে ফেলেছে।

বিজয়। যানে দেও, তাকে চাই না।

জয়। আবশ্যক কি? ভাল কথা। একটা বড় মজা হয়েছে। মগধ সৈন্যত অজিতসিংহের বিপক্ষে খড়্গ হস্তহয়ে দাঁড়িয়েছে, সতীশচন্দ্র কখনও অজিতসিংহকে ছাড়্তে পার্ব্বে না, সুতরাং সতীশচন্দ্রও মগধ সৈন্যের শত্রু।

বিজয়। ভালরে বুড় ভাল! ভালরে মগধের উৎপাত রাহু!

জয়। ও গাল্টা মিছে ২ দেন কেন? মগধ ত আমা হতে উচ্ছিন্ন যাইনি। আর মগধ হলে, কখনও এরূপ করে ধ্বংস কর্ত্তে বস্তেম না।

বিজয়। তুমি মনে কর আমি রাজপুতানা ধ্বংস কর্ত্তে বসেছি?

জয়। ঐ ধ্বংস না হল নির্ব্বংশ।

বিজয়। দুই একটা বংশ গেলে এত বড় রাজপুতানা একেবারে নির্ব্বংশ হবে?

জয়। কতকগুল অসার ঘুণধরা বংশ থাকা না থাকা সমান।

বিজয়। তুমি আজও রাজপুতকে চেননি?

জয়। যতদূর চিন্বার, তা চিনেছি। এমন কুচক্রে জাত আর ভারতে নাই।

বিজয়। এক অজিতসিংহকে দেখে সকলের চরিত্র জেনে নেছ বুঝি।

জয়। অজিতসিংহের ন্যায় সকলে হলে, আর ভাবনা ছিল কি। এরূপ চক্রান্তেরও আবশ্যক হত না, আর আরঙ্গজিবের ভয়ে, আপনার ঘরে আপনাকে আগুন দিতেও হত না।

বিজয়। আমি কি আরঙ্গজিবের ভয়ে এ সব কচ্ছি ?

জয়। আগে ত বলেছি, সব ঘুণধরা বংশ। আপনার দলে একটিও সারল বংশ নাই।

বিজয়। কেবল অজিতসিংহেরই বংশ সারল, না ?

জয়। তা আবার বল্‌তে! দেখ্‌ছেন না কত বড় বড় ঝাড় গুল সাম্‌লাচ্ছে ? ঐ একটি বংশ না থাক্‌লে, আপনার মত নিস্তেজ, ঘুণে খাওয়া বংশ, কোন্ দিন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়্‌ত।

বিজয়। তবে কি সাহসে আমাদের সঙ্গে মিশ্‌লে ?

জয়। নিরুপায়। আর কি জানেন, "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

বিজয়। বড় মজার লোক—গাল দিবে, অথচ দলে মিশ্‌বে।

জয়। আপনি 'রাজপুত কুলাঙ্গার, গালে কি আপনার কিছু কর্ত্তে পারে ?

বিজয়। গলেতে তুলসী মালা, শিরে নামাবলি,
অন্তরে ভণ্ডামি মোর, মুখে হরি বলি।

জয়। কত বেশধরি আমি, কত গীত গাই,
সুতালে অধর্ম্ম ঢোল, সজোরে বাজাই।

বিজয়। ন্যাও, মিছে রহস্যে, আর সময় নষ্ট কর্ত্তে হবে না। এখন যা কর্ত্তে বসা-গেছে, তাই যাতে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা

হয়, তার আয়োজন করা যাক। তবে এখন ওঠা যাক্।

জয়। আচ্ছা মহারাজ, নমস্কার। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবিরে বিজয়সিংহ, ও জনৈক সর্দ্দার।

বিজয়। কেমন ভাই! প্রতিজ্ঞাত শিথিল হইনি ?

সর্দ্দার। না, কিছুমাত্রও হইনি।

বিজয়। প্রস্তুত ত ?

সর্দ্দার। এখনও "প্রস্তুত ত" কেমন ?

বিজয়। কাণে কাণে একটি কথা বল্‌ব। (কথা বলন)

সর্দ্দার। আপনি যা বল্‌বেন, আমরা তাতেই সুম্মত। কিন্তু সম্রাট বড় ধূর্ত্ত, শেষে চুকুল——

বিজয়। তার জন্যে কোন চিন্তা নাই। শৃগালের ধূর্ত্তামির কাছে কি কারও ধূর্ত্তামি সাজে ? তোমরা আপন আপন কথায় ঠিক থাক্‌লে আর কোন ভাবনা নাই।

সর্দ্দার। আমাদের উপর কি আপনার সন্দেহ হয় ?

বিজয়। সন্দেহ কিছুমাত্র হয় না। তবে কি জান, মায়া সকল অনর্থের মূল। পাছে অজিতসিংহের মায়া না কাটাতে পেরে শিথিল প্রতিজ্ঞ হও, এই জন্যেই মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি। বীরের হৃদয়ে মায়া থাক্‌লে, সংসারে কোনরূপ মহৎ কার্য্যই সাধিত হয় না। তবে এখন বিদায়। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুরঙ্গিনীর শয়ন কক্ষ, পালঙ্কে সুরঙ্গিনী নিদ্রিতা, বিজয়-
সিংহের প্রবেশ।

বিজয়। (পালঙ্ক নিকটে জানু-উপরে উপবেশন, স্বগতঃ)
সব কাজই কর্ত্তে পারি, কিন্তু ঐ মুখ খানি ভুলতে
পারি না। আহা! দেখেছ, যেন একটী বিকসিত
কিংশুক বৃক্ষচ্যুত হয়ে ভূতলে পড়ে রয়েছে। কিংশু
কটি কি একবার হাতে কর্ব্ব? না, ছুঁতে সাহস হয়
না। পাছে আমার লোহার হাত লেগে কোমল
দলগুলি খসে পড়ে! কিন্তু আমাকেই ত
হাতে কর্ত্তে হবে। হাতে কর্ত্তে হবে, সেত সহজ
কথা; এক দিন এই বুকের উপর রাখ্তে হবে
বিধাতা বুঝি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েই, এই অমূল
রত্নটী সৃজন করেছিলেন। সুরঙ্গিনী! তোমার অদৃষ্ট
ক্রমেই প্রসন্ন হচ্ছে। আর কয়েকদিন পরেই, বিজয়
সিংহ রাজপুতসিংহাসনে একেশ্বর হয়ে বস্‌বেন, তুমি
রাজরানী হয়ে তাঁর বামপাশে বস্‌বে। এর চেয়ে
আর সুখ কি? রাজপুতানা ইন্দ্রপুরি হবে, বিজ
সিংহ দেবরাজ ইন্দ্র হবেন, আর তুমি শচীদেবী হবে
কিন্তু ওকি? প্রিয়ে যে স্বপ্ন দেখ্‌চেন! স্বপ্নে বুঝি
আমারই বিষয় ভাব্‌ছেন। প্রণয় গোপন রাখা
বুদ্ধিমতী, নবীনা যুবতীর স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম। অতএ
সমুদ্র, যেমন কৌস্তুভমণি লুকায়ে রাখে, বুদ্ধিমতী

সরলা যুবতী, সেইরূপ হৃদয়ের অতি গূঢ় স্থানে, প্রণয় গোপন রাখে। সময় হলেও বাহির কর্ত্তে চায় না। সুরঙ্গিণীই তার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্বপ্নে যে কি বল্‌ছেন! শুন্‌তে হল।

(শিরোদেশে উপবেশন)

সুরঙ্গিণী। (স্বপ্নাবস্থায় অস্ফুটস্বরে)
সুরঙ্গিণী মরিলে কাঁদিবে কে?

বিজয়। সুরঙ্গিণী লাগিয়ে পাগল যে।

সুরঙ্গিণী। (স্বপ্নে অস্ফুটস্বরে)
সুরঙ্গিণী মরিলে কাঁদিবে কে?

বিজয়। সুরঙ্গিণী প্রণয়ে মজেছে যে।

সুরঙ্গিণী। (স্বপ্নে অস্ফুটস্বরে)
সুরঙ্গিণী মরিলে কাঁদিবে কে?

বিজয়। সুরঙ্গিণী মরিলে মরিবে যে।

সুরঙ্গিণী। (স্বপ্নাবস্থায়, উঠিয়া বিজয়ের গাত্র স্পর্শন) ছি প্রাণনাথ! আপনি আমার জন্য কাঁদ্‌ছেন! পাপ সুরঙ্গিণীর জন্যে কাঁদ্‌ছেন্! (নিদ্রাভঙ্গ, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ, চম্‌কে উঠা, বিজয়কে পরিত্যাগ।) কে! বিজয় সিংহ! আপনি এখানে কেন? আপনার এখানে আসা কি উচিত হয়েছে? শীঘ্র যান, নতুবা অনিষ্ট ঘটবে।

বিজয়। (গাত্রস্পর্শ) প্রিয়ে! ভয় কি? এখানেত কেউ নাই। আমি কি অপর লোক?

সুরঙ্গিণী। (সচিৎকারে) দুর্ম্মতি! তোর মনে কি অপ-

মানের ভয় নাই! সতীত্বনাশের চেষ্টা! এই কি তোর বীর ধর্ম্ম? সহস্র সতীর ধর্ম্ম না তোর উপর নির্ভর কর্চ্ছে! কুলাঙ্গার! যদি প্রাণের ভয় থাকে এখনই এখান হতে দূরহ'। কি! এখনও এখানে! বাবা! কোথায়? শীঘ্র আসুন। সর্ব্বনাশ হল! আপনার কুল কলঙ্কিত হল। ওঃ! একি হল! এখনও যে কাকেও দেখি না। কে আছেন? ওদিকে কে আছেন? শীঘ্র আসুন! সর্ব্বনাশ হল, রক্ষা করুন।

বিজয়। এও এক চমৎকার স্বপ্ন।

সতীশ। (অসি হস্তে সবেগে) নরাধম! কোথায় এসেছিস্? শৃগাল হয়ে সিংহের গুহায় প্রবেশ। রাজপুত হয়ে দুর্ব্বৃত্ত ব্যবহার! (সুরঙ্গিনীর পলায়ন।) তুই না অজিতসিংহের বন্ধু' আর না—তোর কপট বন্ধুতার পুরস্কার নে। রক্ষা কর্।

বিজয়। মশা মেরে হাত কাল কর্ত্তে হল? আচ্ছা, রক্ষা কর্। (যুদ্ধ, বিজয়ের পতন।) ধর্ম্মেরই জয়। পাপীর মৃত্যু—

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়সিংহের শিবির।

জয়সিংহ আসীন ও একজন সর্দ্দারের প্রবেশ।

সর্দ্দার। মহাশয়! সর্ব্বনাশ হয়েছে! বিজয়সিংহ খুন হয়েছেন!

জয়। (কাঁপিতে২ কপালে হাত দিয়া বসে) হ্যাঁ হ্যাঁ কি বল্লে ?

সর্দ্দার—ওকি মশায় ! আপনিযে ওরূপ হয়ে বস্‌লেন ! আমাদের সর্ব্বনাশ করবেন যে ! উঠুন, এখন ওরূপ হয়ে বসবার সময় না।

জয়—(অব্যক্ত) আমার আশা ভরসা সব গেল।
আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা স্ব স্ব উপায় দেখুন।

সর্দ্দার—সেকি ! নৌকা ডুবাযে এখন আল্লা আল্লা বল !

জয়—আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। এখন কি পরামর্শ দিব ?

সর্দ্দার—তবে আমি যে পরামর্শ দেই তাতে কি সম্মত হবেন ?

জয়—না হলেই,বা কি করি।

সর্দ্দার—বিজয় সিংহের মৃত্যু মিথ্যা নহে রাষ্ট্র কর্ত্তে হবে।

জয়—কিন্তু মৃত দেহ ?

সর্দ্দার—তা ফকির কুড়ে বার করে এনেছি।

জয়—এখনই পুতে ফেল গে।

সর্দ্দার—তাও হয়ে গেছে।

জয়—সম্রাটের নিকট হতে যে পত্র এসেছিল, তা কোথায় ?

সর্দ্দার—তা কি আপনি রাখতে চান ?

জয়—যদি আপত্তি না থাকে।

সর্দ্দার—পত্রত দুই খানা আছে,কোন্ খানা চান ?

জয়—রেজা খাঁর স্বাক্ষরিত খানা।

(পত্র দেওন ও সর্দ্দারের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভগ্ন মন্দিরে বীরসিংহ পরিক্রমণে, তেজসিংহ লুক্কায়িত।

বীর। যে কাজটী কর্ত্তে বসেছি, তাত বড় সহজ নয়। ঘরের ভিতর থেকে, ঘরে আগুণ লাগাতে হবে —একি কম্ দুঃসাহসের কাজ! আবার যার জন্যে আগুণ দেব, তা যদি কপালে না ঘটে উঠে? সর্ব্বনাশ! ভবিষ্যতের বিষয়টা ভাবলে, চারিদিকে যেন আঁধার দেখ্‌তে হয়। কিন্তু স্ত্রী পুত্র নে, আগুণে পুড়ে মরাওত আর যায় না। সে যা হ'ক, মর আবার যে সে নয় না। উদয়পুর! সিংহের আবাস! তাতে আবার অজিতসিংহ! রাণা টানা হলেও এক রকম হত। রাণা যেন অজিতসিংহের খেলানা।

তেজ। [স্বগতঃ] কি সর্ব্বনাশ! এযে ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

বীর। কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক! কোন কালেও ত উদয়পুরে এমন একটি লোক ছিল না! সুবিধার মধ্যে আমরা দলে ভারি হয়েছি। লোকে বলে ধর্ম্মের জয়, কিন্তু আমি দেখি এ সংসারে পাপেরই জয়; তার সাক্ষি আমাদের দল। কিন্তু দলে ভারি হলে কি হয়, বিজয়সিংহের চেষ্টাটা কম কচ্ছে না।

তেজ। (স্বগতঃ) সে কি! বিজয়সিংহ! রাজপুত চরিত্রে এত

কাণ্ডটা! না, এত বিশ্বাস হয় না।

বীর। কিন্তু আমি কি? অজিতসিংহ আমায় হাতে করে মানুষ কল্লেন, এত দূর উচ্চপদে নিযুক্ত কল্লেন,—দূর হ'ক, ওসব ভাবলে মনটা বড় খারাপ হয়। উপস্থিত কাজ যাতে শীঘ্র২ সফল হয় তার চেষ্টা করা যাক। সম্রাটের সাতে যোগ দিতে পাল্লে অনেক স্বপ্ন সফল হবে।

তেজ। (স্বগতঃ) ধন্য পাপাত্মা! তোমারই মন্ত্রে জগৎ দীক্ষিত হয়েছে। তোমারই কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় রবে।

বীর। আর একটা কথা—এই তেজ সিংবেটা এক কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বেটা কত সময় কত বেশ ধরে আমাদের সাতে আলাপ করে। বেটার মনে সন্দেহ হয়েছে। আচ্ছা, আজ রাত্রেই—গোপনে খুন করা ত বড় সহজ কাজ নয়। ওকাজটা কখন করিনি। যা হক আজ রাত্রেই ওর দফা ঠিক—

তেজ। (প্রকাশ্যে) নীচাশয়! কৃতঘ্ন! তোর মুখে এই সব কথা! ষড়যন্ত্র! রাজপুত নাম কলঙ্কিত কর্ত্তে বসেছিস্?

বীর। সাবধান হয়ে কথা বলিস্।

তেজ। কি! চোরকে ভয় কর্ত্তে হবে?

বীর। তোর অন্তিমকাল উপস্থিত। (অসি মোচন)

তেজ। তবে দেখ্—চক্রান্তের মুখটা একবার ভোগ কর্।

উভয়ের যুদ্ধ, তেজসিংহের অজ্ঞান হয়ে পতন।

বীর। (সবিদ্রূপ হাস্য) হা! হা! মাতৃভূমি—রাজপুতানা—ক্ষত্রিয় রক্ত—স্বাধিনতারক্ষা—অজিতসিংহ—কি হে ভাই? সব যে ফুরাল!

তেজ। [জ্ঞান লাভ] নরাধম! কুলাঙ্গার! আর লজ্জা হয় না। এই দেখ, ক্ষত্রিয় রক্ত আছে কি না। (উত্থান, যুদ্ধ, বীরসিংহের শিরশ্ছেদন, কম্পন ও পতন)

(অস্ফুট স্বরে) কে আছে? শোন! সর্ব্বনাশ! চক্রান্ত। অজিতসিংহ! চক্রান্ত। উঃ! [illegible]!—

[মৃত্যু]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ অশ্বত্থতলে সুরেন্দ্র সিংহ দণ্ডায়মান।

সুরেন্দ্র। (স্বগতঃ) আশা! তুমি কুহকিনী। দিগন্ত প্রসারী, অতল জলধি, তুমি বলে নিমগ্ন হও, কৌস্তুভ মনি পাবে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নিমগ্ন হলেম, কিন্তু কই? কিছুইত পেলাম না। একবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, বিস্মৃতি সাগরে ইন্দিরার আশা জলাঞ্জলি দেব, সমরানলে প্রণয় জ্বালা মিশাব—মিশাইয়া শান্তি লাভ কর্ব্ব। বৃথা প্রতিজ্ঞা, বৃথা চেষ্টা। পূর্ব্বে এই অশ্বত্থতলে এলে, মন কত সন্তুষ্ট হত। ঐ পক্ষিগণ, কল্লোলিনীর কল্ কল্ তানে তান মিশাইয়া, মধুর সঙ্গীতে আমার কর্ণকুহর জুড়াত। কিন্তু

আশা এখানেও কুহক জাল বিস্তার করেছে। এস্থান আর এখন সেরূপ সন্তোষ দেয় না। এখানে এলে এখন যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। এখন যখনই আসি তখনই শুনি, কুহকিনী পক্ষির কণ্ঠে গায়,

তরঙ্গে আকুল কোমল কমল,
তবুভৃঙ্গ লুটে সুধা পরিমল।

আবার গায়,

পুনর অমৃতে বিচ্ছেদ গরল,
তবু পিইতে চিত সতত বিহ্বল।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ) "পায় পড়ি, ছেড়েদেও। পায় পড়ি-তুমি আমার বাবা-ছেড়েদেও ছেড়েদেও। উদয়-পুরবাসী, ভাই সব ! কোথায় ? সতীত্ব নাশ-নিষ্ঠুর যবনের হাতে সতীত্ব নাশ।" কি ! সতীত্ব নাশ কে তুমি ? কোথায় ? [অসি হস্তে দৌড়ান] [আর্ত্ত-নাদ] "সুরেন্দ্র সিংহ ! বাবা—রক্ষা করুন-রক্ষা করুন। সুরেন্দ সিংহ ! রক্ষা করুণ —সতীত্বনাশ !"

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সুরেন্দ্র, স্ত্রীবেশী জয়সিংহ, ও অন্য একটী যবন বেশী সৈন্য।)

সুরেন্দ। নরাধম ! এখনই দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছিস্ ? রাজপুত তরবারি যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে, তাকি তোদের মনে নাই ? রক্ষা কর্—পাপের প্রতিফল ভোগকর্। (উভয়ের যুদ্ধ, স্ত্রী বেশী জয়সিংহ কর্ত্তৃক ছুরিকা হত হওন, অন্য পুরুষের পলায়ন)।

(সকম্পনে) কে! জয় সিংহ! কুলাঙ্গার! পামর! আমার জীবনে তোর হিংসা! নরাধম! পালাস যে? আমার হাতে থেকে বেঁচে যাবি! (যুদ্ধ, উভয়ের পতন) রাজ পুতানা; রাজপুতানা! (মৃত্যু)

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রাম কক্ষায় অজিত সিংহ আসীন, নরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

নরেন্দ্র। (কাঁদিতে ২) সর্ব্বনাশ হয়েছে! আরদেখেন কি! ভাই সুরেন্দ্র! সু-রে-ন্দ্র-রে! (মূর্চ্ছা)

অজিত। (ক্রন্দন) কি! তবে কি আমার সুরেন্দ্র, আমায় ছেড়ে গেছে? সুরেন্দ্র! তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে? অসময়ে আমায় ফাঁকি দিলে! ছি ছি! সুরেন্দ্র! সর্ব্বনাশ করলে! রাজ পুতানা উচ্ছিন্নদিলে! তুমি জেনে শুনে এমন কর্ম্ম কর্ল্লে! ওঃ! সুরেন্দ্র! তুমি রাজপুতানার দুঃখ স্বচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বেনা, তাই বলে আগে থাক্‌তেই চলে গেলে? সুরেন্দ্র! বাবারে-সুরেন্দ্ররে কোথায় গেলে? (ক্ষণ কাল স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায় মান কি। আমি কাঁদ্‌ছি? নরেন্দ্র! কাঁদ্‌ছ? সেকি? ছিছি! এসময়ে কি কাঁদ্‌তে হয়? ওঠ, চল তোমার ভাইকে দেখিগে। (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরে অজিতসিংহ, জানু-উপরে সুরেন্দ্রের মস্তক, নরেন্দ্রসিংহ দণ্ডায়মান।

অজিত। একি সুরেন্দ্র; গাঢ় নিদ্রা! এই কি নিদ্রার সময়? বাবা! আমরাওত ক্লান্ত হয়েছি, আমরা ও ত নিদ্রা যাব। বাবা! একবার ওঠ, জন্মের মত একবার বাবা বলে ডাক। সুরেন্দ্র! বাবারে! (স্বগত) এখন ও মায়া! এখন ও একটা মৃত পুত্রের মায়া! রাজপুতানার মায়া জলাঞ্জলি দে, (হঠাৎ উত্থান) এখন ও একটা সামান্য পুত্রের মায়া! ধিক আমায়! মায়া! রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী, তুই আমার শরীর স্পর্শ করেছিস্? আমার শরীরে মায়া! নরেন্দ্র! তোমার ভাইয়ের মৃত্যু দেখ। আমরাও কাল এইরূপে মর্‌ব।

অমর ও সতীশের প্রবেশ।

অমর। (সুরেন্দ্রের মস্তক কোলে করে ক্রন্দন) কি হল! বাবা সুরেন্দ্ররে! আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে? তুমি যে আমাদের আগে পালাবে তাত স্বপ্নে ও ভাবিনি। সুরেন্দ্র! একবার ওঠ; কাল প্রাতে আমরা সকলেই এক সঙ্গে যাব। সুরেন্দ্ররে, বাবারে, একেবারে মজালে।

সতীশ। ওকে? জয়সিংহ! সেকি!

অজিত। কি! তবে কি মগধ সৈন্য বিদ্রোহী হয়েছে? আমার বিপক্ষে! সতীশচন্দ্র! তুমিত আমাকে কিছু

বলনি। তবে তুমিও কি বিদ্রোহী? তুমিও আমার শত্রু? আমার সুরেন্দ্র কি তোমার হাতেই মরেছে?

নরেন্দ্র। দাদা চুপ করুন। আপনি কাকে কি বলছেন? সতীশচন্দ্র না বলে বলুন, নরেন্দ্র সুরেন্দ্রকে খুন করেছে। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর রক্ষা হয় না। ভয়ানক চক্রান্ত হয়েছে। সতীশচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে, জয়সিংহ মগধ সৈন্য বিদ্রোহী করে তুলেছে। রাজপুত ও মগধ সৈন্য একত্র হয়ে চক্রান্ত করেছে।

অমর। কি! কি! চক্রান্ত

সতীশ। ক্ষমা কর্ব্বেন, আমি এর বিন্দু বিসর্গ ও জানিনা।

অজিত। কি! রাজপুত সৈন্য চক্রান্ত করেছে! তবেত রাজপুতানা উচ্ছিন্ন যায়! বেঁচে থাক্‌তে রাজপুতানার উচ্ছেদ দেখে যাব? বিজয় সিংহ! পাপীষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাস ঘাতক, কুলাঙ্গার, সর্ব্বনাশ কল্লি? রাজপুত নাম জগতে হাঁসালি! একেবারে মজালি!

[দূরে রণবাদ্য] ও কি! যবনের রণবাদ্য?

অমর। কি সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে এসে পড়েছে! এখন উপায় কি?

(পুনরায় সন্নিকটে রণবাদ্য)

অজিত। (সদুঃখে) এই যে যায়! রাজপুতানা! তুমি এত দিন পরে ভাল করে উচ্ছিন্ন গেলে। তোমার অদৃষ্ট পরীক্ষা আজ শেষ হল।

(পুনরায় রণবাদ্য)

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে) আরঙ্গজিব। উপযুক্ত সময় পেয়েছ। সজোরে বাজাও,-মনের উল্লাসে বাজাও, রাজপুতানা তোমারই হয়েছে।

অমর। নরেন্দ্র! উপায় কি? ইনি ত উন্মাদ হয়ে গেলেন।

(পুনরায় রণবাদ্য।)

অজিত। কি! উদয়পুরে রণবাদ্য! রাজপুতের বাসভূমিতে যবনের রণবাদ্য! এতদূর আস্পর্দ্ধা! আরঙ্গজিব! কতকগুল হীনবীর্য্য, গাধার দেশ জয় করেছ বলে, তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা! উদয়পুর যে ক্ষত্রিয়ের পুণ্য তীর্থ! এখানে রণবাদ্য বাজাতে কি তোমার ভয় হয় না? ওরে অজিত সিংহ যে এখনও বেঁচে আছে।

(পুনরায় রণবাদ্য।)

অজিত। ওঃ! আর যে পারিনা! রাজপুতানা যে যায়! নরেন্দ্র! সতীশচন্দ্র! আর না। চল, এখনই আমরা যুদ্ধে যাই। রাজপুতানার অদৃষ্টে যা ঘটবে তা ত বুঝতেই পেরেছি। কি ও! দাঁড়িয়ে থাকলি যে? কাপুরুষ, ভীরু, তোরাও আমার বিপক্ষ? তোরাও কি চক্রান্ত করেছিস্? তোরাও যবনের দাস হবি? আয়! আগে তোদের রক্তে মনের জ্বালা মিটাই। অস্ত্র খোল্।

অমর। (অজিতের হস্ত ধারণ) কি করেন? পাগল হয়ে গেলেন যে। কি সর্ব্বনাশ! একেবারে এত অধীর!

অজিত। অধীর! এখনও আমার অধীর কি? সোণার

রাজপুতানা আজ যবনের পদে দলিত হচ্ছে, এখন ও কি আবার ধৈর্য্য থাকে! কাপুরুষ, নিস্তেজ, যে যবনের ক্রীতদাস হতে চায়, সে ধৈর্য্য ধরুক। অজিতসিংহের ধৈর্য্য এখন এই তরবারির উপর, যবনের মস্তকের উপর। আয় আরঙ্গজিব! দুরাত্মা, পাপীষ্ঠ আয় একবার। হয় তুই, নয় আমি, হয় যবন, নয় রাজপুত। অমরসিংহ! কর কি? যুদ্ধে চল।

অমর। নরেন্দ্র! বাস্তবিক ইনি উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। আমি তোমায় যা বলেছিলেম তাই ঘট্‌ল! ধর, এখন কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা দেখা উচিত হচ্ছে।

অজিত। (অমর, নরেন্দ্র, ও সকলে কর্ত্তৃক ধৃত হওন, ক্রন্দন) অমরসিংহ! কি কর! কি কর! আমার সুরেন্দ্রকে ফেলে আমায় কোথায় লয়ে যাও? ছেড়েদাও ছেড়েদাও। ওঃ! সুরেন্দ্র রে! সর্ব্বনাশ করে গেলে!

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রাম কক্ষ, অজিতসিংহ শয়নে, একজন সর্দ্দারের প্রবেশ।

সর্দ্দার। সর্ব্বনাশ উপস্থিত! চক্রান্তকারীরা ত দুর্গ খুলেদেছে।

অজিত। (হঠাৎ উত্থান) কি বল্লে! অমরসিংহ কোথায়?

সর্দ্দার। তিনি আমাদিগের সহিত অনেকক্ষণ হতে দুর্গ

রক্ষা কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছিলেন, কিন্তু নিরুপায় হয়ে ফিরে এসেছেন।

অজিত। নিরুপায় হয়ে ফিরে এলেন! সেকি! চল, পুনর্ব্বার দেখা যাক্। এইবারেই নয় সহযাত্রা হবে।

সর্দ্দার। ধর্ম্মাবতার! আমাদের একটি নিবেদন আছে। আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন, আমাদের জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেছেন, কিন্তু এ সময়ে আমাদের একটি অনুরোধ রাখুন। আমরা অবশিষ্ট কেবল দুই জন সর্দ্দার, আর কতকগুলি ভগ্নোৎসাহ সৈন্য। এখন যুদ্ধে গেলে হয় যবনের হাতে মর্ত্তে হবে, নয় বন্দি হতে হবে। আমাদেরকে বিদায় দিন, আমরা স্বস্ব উপায় অবলম্বন করিগে।

অজিত। (ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দাণ্ডায়মান,- সক্রন্দনে] ভাই! অপরাধ ক্ষমাকর। আমিই তোমাদের সর্ব্বনাশ কর্ল্লেম। তোমাদিগকে ধনে প্রাণে মজালেম। আমার জন্যে তোমরা সংসার সুখে বঞ্চিত হলে। এখন আমা হতে কি তোমাদিগের কোন উপকার হতে পারে?

সর্দ্দার। আমাদের জন্যে কিছু ভাব্বেন না। এখন আপনাদের উপায় কি হবে?

অজিত। তবে আর বিলম্ব করনা। অমরসিংহকে তাঁদের রক্ষার উপায় দেখ্তে বল। এ সময়ে আমার নিকট

যেন না আসেন, তাও বল। আমি এখন কোনরূপ উপায় ভেবে দেখি।

সর্দ্দার। আপনি এখানে আর অধিকক্ষণ থাকবেন না। আপনাকে বন্দী করা শত্রুদের প্রধান লক্ষ্য।

(প্রস্থান)

অজিত। সে লক্ষ্য নিশ্চয়ই অতিক্রম করব। (স্বগতঃ) এত দিনের আশা আজ বিফল হ'ল। এত দিন ধরে কত পরিশ্রম করলেম, কিছুতেই ত কিছু করতে পারলেম না। এ সংসারে কি কেবল পরিশ্রমই সার? পুরস্কারের আশা কিছুমাত্র নাই? রাজপুত সন্তান যবনের দাসত্ব স্বীকার কর্ব্বে, এত স্বপ্নেও ভাবিনি। যবনের ভয়ে ক্ষত্রিয় সন্তান চক্রান্ত কল্লে! উঃ! কালের কি কুটিলা গতি! হা বিধাতঃ! রাজপুতানার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? সোনার রাজপুতানা যবনের হাতে পড়লে, আমি তাই দেখব! তাই কি কখন সহ্য হবে? প্রাণ থাকতে ত না। আরঙ্গজিব রাজত্ব কর্ব্বে! উদয়পুরে! আমার সমক্ষে! রাজপুতকৃষক যবনের শাসনে দেশত্যাগী হবে— রাজপুত রাজপরিবার যবনের বৃত্তিতে জীবন ধারণ কর্ব্বে— রাজপুত বিধবা পথের কাঙ্গালিনী হবে— রাজপুত অবলা যবনের অঙ্কলক্ষ্মী হবে— এত আমার প্রাণে কখনও সবে না। আর আশা নাই, আর উপায়ও নাই। নিরুপায়, নিরাশ জীবনে মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই সুখকর নয়। জীবনের আশা

নির্ম্মূল কর্ব্ব। আমার জীবনে আর রাজপুতানার উপকার হবে না, আমি অকর্ম্মণ্য হয়েছি। আমার বাঁচবার সাধ মিটেছে। আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? (উপবেশন, কপোলে করবিন্যস্ত; সম্মুখে নিষ্কোষিত অসি, ও একখানি গ্রন্থ। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ।) তাই বটে। আর তা না হলে, এই আনন্দদায়িনী আশা,—এই প্রীতিকরী ইচ্ছা,—অমরত্বের এই অতৃপ্ত লালসা—এসব কেন হয়? আবার এই আন্তরিক ভয়,—নরকের ভয়ে, এক এক সময় প্রাণ যে কেঁপে উঠে? আত্মা উন্নত হয়েও, কেন অষ্টপ্রহর পদে পদে কাঁপতে থাকে? শত যোজন ঊর্দ্ধে উঠেও, কেন বারম্বার মূর্চ্ছিত হয়? স্বয়ং পরমেশ্বরই আবার অন্তরের গূঢ় স্থানে থেকে, অলক্ষিত ভাবে বল্‌তে থাকেন, "ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে অনন্ত জীবন।" অনন্ত জীবন; আনন্দ হয়, কিন্তু আবার ভয় ও হয়। অসংখ্য জগৎ। অসংখ্য জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য নূতন নূতন দৃশ্য। আবার এই অসংখ্য জগতে নিত্যই পরিবর্ত্তন। উঃ! কি ভয়ানক! একে২ এই অসংখ্য জগতেই ত বাসকর্ত্তে হবে? আর না। (নিস্তব্ধ) মস্তকের উপর,-ঊর্দ্ধদেশে,-ঐ সৌরজগতে যদি কোন শক্তি থাকেন; সমস্ত প্রকৃতিই উচ্চৈঃস্বরে বল্‌ছে, "আছেন," তবে সেই শক্তি, অবশ্যই সৎকার্য্যে, ধর্ম্মে

অনন্ত জীবন, সেই অমরত্ব; সেই স্বর্গ, সেই সুখ। কিন্তু কখন? কোথায়? এ সংসারত পাপীর সংসার, পাপ যবনের সংসার,—পাপাত্মা আরঙ্গজিবের সংসার। উঃ! আর পারিনা। কতকাল এরূপ চিন্তা কর্ব্ব? চিন্তা যে আমায় পাগল করে তুলেছে। এই অসি,—এই তৃষ্ণার্ত্ত অসিই আজ আমার সব চিন্তা শেষ কর্ব্বে। মৃত্যু, জীবন; দুইই আমার বন্ধু। এই অসি,—আমার এই পরম বন্ধু এখনই নিমেষ মধ্যে সব যন্ত্রণা দূর কর্ব্বে। আবার এই পরমহিতৈষী মহাত্মা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, "কখনও মর্ব্বেনা, অনন্ত জীবন পাবে।" (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ, হঠাৎ উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি) কি আশ্চর্য্য! আমার আত্মা কি এর মধ্যেই পালিয়েছে? তাইত! ঐনে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি! বা বা! কি চমৎকার! চন্দ্রমণ্ডল হতে, অমর আত্মা, জড় অসির ক্ষমতাকে বিদ্রূপ কর্চ্ছে। আত্মা! বিদ্রোহ, শঠতা আর তোমায় কষ্ট দেবে না। নরাধম, পাতকী আরঙ্গজীব আর তোমায় দেখতেও পাবে না। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) কিন্তু এ কি? আত্মাত পালিয়েছে, তবে মিছে এ পাপ পিণ্ড বয়ে মরি কেন? দূর কর। এইবার-এই যার জন্মের মত। এঁ কি! এখন ও যে ভয় হয়। (দৈববাণী) শান্তি শান্তি। পাপী; শান্তি ভীরুর মত জন্যে ব্যস্ত হ'ক, অজিতসিংহের মৃত্যুই শান্তি। অসি! আমার বন্ধু, অন্তিম কালে আমায় উদ্ধার কর। আমি

মহাপাতকী, আমিই রাজপুতানা ধ্বংস কর্ল্লেম; আ-
মার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। (আকাশবাণী)
"বাবা! পাপের সংসার ত্যাগ করুন। এই শান্তির
সংসার, এখানে এলে অনন্তকাল শান্তি পা-
বেন। (সক্রন্দনে) কে? কে তুমি মধুরকণ্ঠে বাবা
বল্লে? আমার সুরেন্দ্র? বাবারে! তুমি আমার
দুঃখে দুঃখিত হয়েছ? বাবা! আমার অদৃষ্টে কি শান্তি
আছে? তোমার মুখচন্দ্রে আর কি আমার চক্ষু
শীতল হবে? বাবা! সুরেন্দ্র! এই চল্লেম। যাই!
ওঃ! রাজপুতানা! রাজপুতানা! রাজপুতানা!
(বলিতে বলিতে গলদেশে অসি প্রবেশ, পতন,
মৃত্যু)

(সবেগে নরেন্দ্র কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন, ও কক্ষায় প্রবেশ)

নরেন্দ্র। (সক্রন্দনে) কি সর্ব্বনাশ! বাবা! কি করেছেন?
এই কি আপনার উচিত হয়েছে? বাবা! আমি
বেঁচে থাকতে আপনি কি জন্যে আত্মহত্যা কর্লেন?
ওঃ! এই কি আপনার সৎকার্য্যের ফল হল? হায়!
বৃথা সংসার, বৃথা মনুষ্য। (কক্ষা বহির্দেশে) আর
বেঁচে লাভ কি? সব খেলাইত শেষ হল! রাজপুতা-
নার আশা নির্ম্মূল হল। এদিকে রাত্রি ও প্রভাত
হয়, এখনিত যবনের হাতে মর্ত্তে হবে—তবে আর
কেন! অসি! নিষ্কোষিত হও। আর না। বড় সাধ
ছিল, আরঙ্গজিবের রক্তে তোমার পিপাসা মিটাব,
কিন্তু বৃথাই তোমায় ধরেছিলেম। আরঙ্গজিব!

দেখ্ একবার রাজপুত কি করে মরে,—দেখ্ এক-বার অধীনতা ভয়ে ক্ষত্রিয় সন্তান, জীবনের মায়া কি করে ছিন্ন করে। রাজপুত ভ্রাতাগণ! আপনার গলায় আপনই দাসত্ব শৃঙ্খল পর্‌লে—মনোহর বেশ! (সক্রন্দনে) রাজপুতানা! উদয়পুর বাসী! বিদায়। এজন্মের মত বিদায়। (সবক্ষে অসির উপর পতন, মৃত্যু।)

(দৌড়িতে ২ সুরঙ্গিনীর প্রবেশ)

সুরঙ্গিনী। দাদা! ওকি! সর্ব্বনাশ কর্‌লে! দাদা! তোমার মনে কি এইছিল? দাদা! সুরেন্দ্রের শোকে বাবা পাগল হয়েছেন, আবার তুমি ও ছেড়েগেছ? বাবা! কোথায় তুমি? সর্ব্বনাশ হয়েছে, দাদা তো-মায় ছেড়েগেছে। (সবেগে অজিতের কক্ষায় প্রবেশ) এ কি! বা-বা-রে! তুমি ও গেছ। [মূর্চ্ছা]

নরেন্দ্রের নিকট ইন্দিরা।

ইন্দিরা। [সক্রন্দনে] এ কি! প্রাণনাথ! সর্ব্বনাশ করে-ছেন্? দাসীকে ছেড়ে গেছেন? এই কি আপনার মনে ছিল? হা হত বিধি! আমার অদৃষ্টে কি এক দিন ও সুখ লেখনি? আমার প্রাণ প্রতিমা, আমার উপাস্য দেবতা হতে, আজ আমায় বঞ্চিত কল্লে? জীবনের সুখ মিট্‌ল—আমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়েছেন। প্রাণনাথ! আপনি নির্দ্দয় হয়ে আমায় ছেড়ে গেছেন, কিন্তু আমি আপনার বিরহেত এক দণ্ড ও তিষ্ঠিতে পার্ব্বনা। এই দেখুন আমি আপ-নার অনুগামী হই (অসি গ্রহণ)। অসি! আমা

হৃদয়ের ধন তোমায় আলিঙ্গন করেছেন, এস তোমায় আমি বক্ষে ধরি। ওঃ! প্রাণনাথ! প্রাণ-না-থ! (অসি প্রয়োগ, মৃত্যু)।

(অমর সিংহের প্রবেশ।)

অমর। য়্যাঁ? একি! এ যে শ্মশান! রক্তে যে স্রোত খেলছে! কি সর্ব্বনাশ! ইন্দিরা! সে কি! (ইন্দিরা ক্রোড়ে) ইন্দিরা! মা! আমার স্বর্ণপ্রতিমা, তুমি আমায় ছেড়ে গেছ! মা, তোমার মনে কি এই ছিল? ইন্দিরা! আমার জীবন সর্ব্বস্বধন, আমার জীবন্ময়ী মায়া-পুত্তলিকা, আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে? মা! একবার উঠ; তোমার মধুর কণ্ঠে একবার বাবা বলে ডাক, এ জন্মের মত মা, একবার বাবা বলে ডাক। মা ইন্দিরা! কেন মা কেন মা—! (মূর্চ্ছা) (মূর্চ্ছা ভঙ্গ, সক্রন্দনে) ই-ন্দি-রা! মা, কি করে গেলে! অজিত সিংহ! প্রাণের বন্ধু, কোথায়? (নেপথ্যে) "রাজপুত ভাই ভগ্নি! আর কে আছ? শীঘ্র এস, অগ্নি কুণ্ড নির্ব্বাণ হয়। এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হয়, শীঘ্র এস"।

(সক্রন্দনে) হা বিধাতঃ! রাজপুতানার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? কতকাল আর এরূপ অগ্নি কুণ্ড প্রস্তুত হবে? ইন্দিরা! মা একবার ওঠ, এস জন্মের মত তোমায় একবার কোলে করি। তোমায় কোলেকরে আজ মা, অগ্নির ক্রোড়ে স্থান নেব! ভার-

তবাগী আত্মবিচ্ছেদের ফল একবার ভাল করে দেখে নেও। বিজয়সিংহ! তোর কলঙ্ক ভারতে অক্ষয় থাকবে।

(গমন, ইন্দিরা ক্রোড়ে)

এই কি রে ছিল বিধি' রাজপুত কপালে?
রাজপুত পঙ্কজ রবি, অস্তমিত অকালে।
প্রজ্বলিত হুতাশন, দিবা নিশি অনির্ব্বাণ,
হেরে যে মহাশ্মশান, হৃদি জ্বলে শোকানলে।
রাজপুত সন্তানগণ, সাজে আজি অগণন,
জলাঞ্জলি দিতে প্রাণ, কালরূপ চিতানলে।
ভারত আশার ধন, হয় আজি বিসর্জ্জন,
হায় রে সুখ স্বপন, বিফল ভারত ভালে!
একতা পরমধন, ঘুচায়ে অধমগণ,
নাশে যত বীরগণ, নাশিল নিমেষ কালে!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্দির অঙ্গনে।

(বেদী পরিবেষ্টিত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, বেদী-উপরে সতীশচন্দ্র, সুরঞ্জিনী, কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রী দণ্ডায়মান)

অমরসিংহ। (ক্রোড়ে ইন্দিরা, স্বগত) উঃ! আমি কি ভয়ানক পাষণ্ড! আমার হৃদয় ত মনুষ্যের হৃদয় নয়! আমি পিশাচ, রাক্ষস অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। (ক্রন্দন) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি? তোমার অমূল্য রত্ন, তোমার হৃদয়ের ধন, যা তুমি বিশ্বাস করে আমায়

দিয়ে গিছলে, আজ আমি কৃতঘ্ন, পামর হয়ে, সে রত্ন ঘুচায়ে ফেলেছি। আজ তোমার স্বর্ণপ্রতিমা অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন দিতে এসেছি। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) তাই কি পারি! মা ভবানী! কি অপরাধে আমার এত শাস্তি হল? যার জন্যে দিবানিশি তোমার সেবা করেছি, মা! কি পাপে আমার সেই নয়নের মণি হতে আমায় বঞ্চিত কল্লে? হৃদয়! বিদীর্ণ হও, আর সহ্য হয় না।

সুরঙ্গিনী। মা ভবানী! ধন্য তোমার মহিমা! যারা তোমায় ভক্তির সহিত সেবা করে, তাদের দুঃখে তোমার দুঃখ হয় না। তুমি ত দেবী নও, তুমি রাক্ষসী; শ্মশানে তোমার আনন্দ, ভক্তের রক্তে তোমার পিপাসা মিটে। বুঝলেম মা, তোমার শরীরও পাষাণ, তোমার মন ও পাষাণ।

সতীশ। (বক্ষেকরাঘাত) জ্বলে গেল—জ্বলে গেল। আত্মা! ছাড়, আর কেন? ছাড়। কি জন্যে আর এসেছে? আত্মা! ছাড়—ছাড়। কি কর! কি কর! সুরঙ্গিনী! কি কর! ছি ছি! এও কি করে! আর সহ্য হয় না, এখান হতে চল।

যবন সৈন্য। পুড়ে মল পুড়ে মল।

[মন্দির প্রাচীরের বাহিরে রণ বাদ্য, ও আল্লা ধ্বনি।]

রাজপুতগণ। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত) ভবানী মায়িকি জয়! ভবানী মায়িকি জয়!

অমর। [ইন্দিরা ক্রোড়ে, বিকট হাস্যের সহিত, উন্মত্তবৎ

বেগ,-উদ্দাম নৃত্য] কি মজা কি মজা। ঠকেছিস্, ঠকে-ছিস্। সব ফাঁকি সব ফাঁকি। ইন্দিরা,-স্বর্ণ প্রতিমা, দেবনা দেবমা। ভবানী মায়িকি জয়! (অন্যান্যের সহিত অগ্নি কুণ্ডে পতন।)

(ভারত মাতা)

(সুর "নরয় বিধাতা")

ভারত বাসীরে! জনম তরে রে,
ভাসালি আমারে, অকুল পাথারে।
দুঃখের সংসার, দুস্তর সাগর,
প্রলয় তরঙ্গে, কেমনে তরিরে?
পাপেরি কুহকে, অজ্ঞান হয়েরে,
ডুবালি আমারে, কলঙ্ক তিমিরে।
যে জাতি পূজিত, সেবিত আমারে,
সে জাতি আজিরে দাসত্বে বাঁধেরে।
একতা ঘুচায়ে, কি দুঃখ দিলিরে,
সোনার ভারতে, ভিখারী আসিবে।
সকলে হাসেরে, স্বাধীন জন্তুরে,
আসিরে অধীনা, ভারতে কাঁদিরে।
আমারি ঐশ্বর্য্য, বিদেশী ভোগেরে,
আমারি ভারতে, আমি কেউ নারে।